

‘তৃণমূল মানে পাওয়ারে থাকা না’, দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে কাকে বললেন ফিরহাদ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই শুভেচ্ছাবার্তার পোস্টে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নেই। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই হয়েছে অনেক জলযোগ। সকালে অভিষেকের এই পোস্ট আর বিকালে ফিরহাদ হাকিমের ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে মধ্যে দাড়িয়ে ফিরহাদ বললেন, “‘তৃণমূল কংগ্রেস মানে কেবল পাওয়ারে থাকে না, এর পিছনে রয়েছে হাজার হাজার মানুষের আত্মত্যাগ। পুলিশ স্যালুট দিচ্ছে, গাড়ি নিয়ে মন্ত্রীরা ঘুরছে, পদাধিকারীদের পিছনে ১০০ মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা কিন্তু তৃণমূল নয়।’” ঠিক কার উদ্দেশ্যে ফিরহাদের এই বার্তা, তা নিয়েই নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা। তৃণমূল অন্দরের নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক মহলে বিশেষভাবে চর্চিত। ফিরহাদের এমন মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বাংলার রাজনীতির কারবারিরা। তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের পর দেখা যায়, দলে প্রবীণদের



প্রতিনিধিত্বই বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূলে ‘নবীন বনাম প্রবীণ’ লড়াই শুরু হয় ২০২১ সালে দল তৃতীয় বার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে পরেই। তা বড় আকার নেয় গত লোকসভা নির্বাচনের আগে। ১ জানুয়ারিতে দলের তাবড় নেতাদের মন্তব্য-পোস্টে তার প্রতিচ্ছবি ধ্বনিত হল। ফিরহাদ কার উদ্দেশ্যে একথা বললেন? সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। রাজনীতির কারবারিদের মন্তব্য, যার উদ্দেশ্যে বলেছেন, তিনি নিশ্চয়ই দলের প্রভাবশালী নেতা। যার পিছনে ‘১০০ ছেলে ঘোরে, পুলিশ স্যালুট করে...’। কী মনে করছেন বিরোধীরা? বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, “‘খই ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। তেমনি টাকা ছড়িয়ে একশো বেকার ছেলে জোগাড় করে যাওয়া হচ্ছে। পুলিশ স্যালুট করছে।’” ফিরহাদের উদ্দেশ্যেই তার বক্তব্য, “‘হ্যাঁ একটা সময়ে আপনিও আত্মত্যাগ করেছিলেন। তৃণমূলের জন্য। কিন্তু এটা কার উদ্দেশ্যে আজ বললেন?’” পাল্টা ফিরহাদকেই সজল প্রশ্ন করেন, “‘আপনি আত্মত্যাগ করেছিলেন। তৃণমূলের জন্য, ভাইপো করেননি। আপনি কি ভাইপোর উদ্দেশ্যে বলছেন? পুলিশের স্যালুট পাওয়া, ১০০ জন লোক নিয়ে চলে, নতুন প্রজন্ম, আজকে যারা তৃণমূল করে খাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন?’”



কল্পরত্ন উৎসবে দক্ষিণেশ্বর-কাশীপুর উদ্যানবাটিতে পূণ্যার্থীর ঢল। এই দিন পরমহংসদেবের কাছে মন থেকে চাইলে সে ইচ্ছা পূরণ হয়, সেই বিশ্বাস থেকেই সাতসকালে মন্দিরের বাইরে ভক্তের ঢল। ভোরের আলো ফোটার আগে থেকে লাইন পড়েছিল দক্ষিণেশ্বরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে মা ভবতারিণীকে পূজা দেন পূণ্যার্থীরা।



দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে অভিষেকের শুভেচ্ছা বার্তা ঘিরে বিস্তর জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছাবার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাতেই বিতর্ক। শুভেচ্ছাবার্তার পোস্টারে একা অভিষেকের ছবি। নেই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। শুভেচ্ছাবার্তায় লেখা, রাজ্য তথা দেশবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে মা মাটি মানুষ সর্বদা নিয়োজিত। কিন্তু সেই বার্তায় কেন মমতার মুখ নেই, সেটাই প্রশ্ন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, এটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত পোস্টে তাঁর পাশাপাশি মমতারও ছবি থাকত। এবার একা অভিষেক। প্রতিবারই নতুন বছরের শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে থাকেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘২২, ‘২৩, ‘২৪- সববারই দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর

পোস্টে মমতার ছবি থাকে। এবারই যেন তাল কাটিল। শুভেচ্ছাবার্তায় লেখা, ‘রাজ্য তথা দেশবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে মা মাটি মানুষ সর্বদা নিয়োজিত।’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গত কয়েকটি ঘটনার ট্রেন্দ দেখলেও মনে হচ্ছে, এর পিছনেও কোথাও একটা প্রবীণ নবীন দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশ কিছুদিন যাব কয়েকটি ক্ষেত্রে কম সক্রিয়তায় দেখা গিয়েছে। তবে নিজের সংসদীয় কেন্দ্র ডায়মন্ড বিল্ডিংয়ের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। আর সেটাও যে দলের প্রবীণ গোষ্ঠীর নেতাদের উদ্দেশ্যেই ছিল, তা রাজনৈতিক মহলে সম্পূর্ণ ভাবপন্থার এদিনের যে শুভেচ্ছাবার্তা,



তাও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিষয়টি নিয়ে সচেতন বিরোধী শিবিরও। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, “‘চার্টে প্রতিবার যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাধান্য যান, সেখানে গত সব বারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সঙ্গী তারপর এদিনের যে শুভেচ্ছাবার্তা,

ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে যাননি। এটা হয়তো তারই বদলা। আমরা অভিষেককে স্বাগত জনব।’” এখন, প্রশ্ন উঠছে, এই অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যত কী হবে। দলের দুই শীর্ষ নেতৃত্ব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশেষত তাঁদের সম্পর্ক, দলের কর্মসূচী এবং দলের রাজনীতি কীভাবে প্রভাবিত হবে, তা সময়ের সাথে স্পষ্ট হবে। প্রবীণ এবং নবীন নেতৃত্বের মধ্যে তৈরি হওয়া এই টানাপোড়েন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে, যেগুলো দলের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তা এবং তার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি না থাকার ঘটনাটি শুধু একটি শুভেচ্ছাবার্তা নয়, বরং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি বড়

সংকেত। যা ভবিষ্যতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরে প্রবীণ এবং নবীন নেতৃত্বের মধ্যে আরও আলোচনার জন্ম দিতে পারে। তবে, এখনই বলা সম্ভব নয় যে, এই ঘটনার পরিণতি কী হতে চলেছে, তবে এটা যে দলের মধ্যে নানা জল্পনা তৈরি করেছে, তা নিশ্চিত। এদিকে তৃণমূলের নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বের মাঝেই কালীঘাটে তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে বসেছিলেন প্রবীণ নেতা সুরত বস্টীর সঙ্গে। গত সপ্তাহেই কালীঘাটে বৈঠক হয় দুই নেতার। সূত্রের খবর, টানা দু’ ঘণ্টা ধরে চলে আলোচনা। তৃণমূলে প্রবীণ নবীন দ্বন্দ্বের মাঝেই এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জানা যাচ্ছে, বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাংলা বলতে পারলে দিল্লি পুলিশে নিয়োগ, নেপথ্যে রয়েছে বড় কারণ



নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশিদের নিয়ে বাড়ছে মাথাব্যাথা। শুধু বাংলাই নয়, রাজধানী দিল্লিতেও অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে চিন্তায় পুলিশ। এবার অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজতেই অভিযানে নেমেছে পুলিশ। গত ১০ ডিসেম্বর থেকেই চলছে অভিযান। ইতিমধ্যে ধরাও পড়েছে অনেক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। এবার বাংলাদেশিদের ধরতে আরও বড় মাপের কর্মকাণ্ড শুরু করছে দিল্লি পুলিশ। বাংলাদেশি খুঁজতে এবার পুলিশে নিয়োগ করা হবে বাংলাভাষীদের। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরতেই দিল্লি পুলিশে বাংলাভাষীদের নিয়োগ করা হবে। ফের সক্রিয় করা হচ্ছে দিল্লি পুলিশের বাংলাদেশ সেলা। সূত্রের খবর, প্রত্যেক সেলে ৫ থেকে ১০ জন করে পুলিশ অফিসার থাকবেন, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন। দিল্লির প্রত্যেক পুলিশ জেলাতেই এই বাংলাদেশ সেল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বছর কুড়ি আগে দিল্লি পুলিশের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার অজয় রাজ শর্মা বাংলাদেশ সেল গঠন করেছিলেন। দিল্লিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করাই ছিল এই সেলের লক্ষ্য। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই সেল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফের পুরনো সেল চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতিই দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিক সাজেনা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী অভিযানও শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উত্তর দিল্লি এলাকা থেকে ২ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফেরানো হয়েছে।

নিউ ইয়ারে রক্তাক্ত আমেরিকা, জনতাকে পিষে গুলি ছুড়ল চালক, মৃত অন্তত ১০

নিউ ইয়র্ক, ১ জানুয়ারিঃ নিউ ইয়ারে রক্তাক্ত আমেরিকা। নিউ অর্লিন্স শহরে জেহাদি হামলা। বর্ষবরণ উদযাপনের মাঝেই একদল



মানুষকে পিষে দিল গাড়ি। বন্দুক উঠিয়ে গুলি ছুড়লেন চালক। মৃত অন্তত ১০। আহত প্রায় ৩০। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এদিন ক্যানেল ও বোরবন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ভিড জমিয়েছিল বহু

মানুষ। এই এলাকাটি জাঁকজমকপূর্ণ নৈশ জীবন এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। নববর্ষের আগমনে সবাই যখন মত্ত, তখনই আচমকা গুলিও চালান ওই গাড়ির চালক। পাল্টা গুলি ছোড়ে পুলিশ। ট্রাকটিকে থামানোর চেষ্টা করেন তারা। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। দুর্ঘটনায় আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন পোস্ট থেকে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। মেডিক্যাল সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এবং করোনাদের অফিসের গাড়ি উপস্থিত রয়েছে। নিউ অর্লিন্স পুলিশ বিভাগের মুখপাত্র মেট্রোকে জানান, “‘প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হচ্ছে, একটি গাড়ি সম্ভবত জনতার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। যদিও আহতদের উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আপাতত সাধারণ মানুষকে ওই এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় চেষ্টা চলছে।

ঘটে গেল অঘটন। ভোর ৩টে ১৫ নাপাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দ্রুত গতিতে উৎসবমুখর মানুষগুলোর দিকে ঝেয়ে আসে একটি পিকআপ ট্রাক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভিড লক্ষ্য করে গাড়ি চালানোর পাশাপাশি



সরকারের বড় ঘোষণা। এ দিন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রথম ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। সেখান থেকেই কৃষকদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা করা হল। কেন্দ্রের তারফে জানানো হয়েছে, কৃষকদের কাছে যাতে সম্ভায় রাসায়নিক সার বা ডি-অ্যামোনিয়াম ফসফেটের-এর যোগান থাকে, তা নিশ্চিত করতে নতুন করে ৬৮৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। এছাড়া ডিএপি সারের দামও বেঁচে দেওয়া হয়েছে। ৫০ কেজির বস্তার দাম পড়বে ১৩৫০ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে

আধুনিকীকরণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮০০ কোটি টাকা। বর্তমানে ২৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ফসল বিমা যোজনা চালু রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে ৮২৪.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। কৃষক আন্দোলনের সময় থেকেই ফসলের নুনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি-র দাবি পথে নেমেছেন কৃষকরা। কৃষক আন্দোলনের দাবি এখনও সম্পূর্ণভাবে পূরণ না হলেও, সারের জন্য বরাদ্দ বাড়ানায় অনেকটাই স্বস্তি পাবে কৃষকরা।

মহাকুস্তের মেলায় স্থান নেই ‘অহিন্দুদের’! দোকান বসানোয় ‘না’ বলল হিন্দুত্ববাদী সংগঠন

প্রয়াগরাজ, ১ জানুয়ারিঃ হিন্দুরা ছাড়া কেউই মহাকুস্তের মেলায় নিজেদের দোকান দিতে পারবে না, এমনই মন্তব্য অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের প্রধান মোহন রবীন্দ্র পুরী। চলতি মাসেই শুরু হবে মহাকুস্তের মেলা। বলা হয়, কুস্ত আসে প্রতি ছয় বছরে, আর মহাকুস্ত আসে ১২ বছরে। শেষ বার ২০১৩ সালে এই মহাকুস্তের মেলায় আয়োজন হয়েছিল উত্তরপ্রদেশে। এরপর সরাসরি ২০২৫। আর তার আগেই এমন মন্তব্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের প্রধানে। তিনি বলেন, “‘চা, ফল ও ফুল মহাকুস্তের এই তিন প্রধান দোকানের মধ্যে কোনওটিই দিতে পারবেন না তারা (অহিন্দু)।’” তারা দোকানের মধ্যে প্রসাধন, গুড় ফেলেন। তাই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি তারা দোকান



“এদের দোকান দেওয়ার কারণে যদি কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটে, তাহলে বিশ্বের কাছে ভুল বার্তা যাবে। পরিপাটিভাবে, শান্তির আবহে মহাকুস্তের মেলায় আয়োজন চলছে, অহিন্দুদের ঢুকিয়ে সেই শান্তিভঙ্গের

কোনও মানেই হয় না।” উল্লেখ্য, হিন্দুত্ববাদী নেতার এই মন্তব্যকে সঠিক নজরে দেখছে না একাংশের রাজনীতিকরা। মুসলিমদের মহাকুস্ত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই এমন মন্তব্য অখিল ভারতীয়র প্রধানে, মত ওয়াকিবহাল মহলের। কুস্ত মেলায় আয়োজনের সকল দায়িত্ব প্রশাসনিক মহলের হলেও, এই

মেলায় কার্যত পক্ষে গুরুদায়িত্বে থাকে অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ। মেলায় তারিখ, সময়, রান্নাভাদ্রা, কতটা জমি কোন কাজে ব্যবহার হবে সব দায়িত্বই সামলে থাকে এই সংগঠনটি। এবার সেই সংগঠনের প্রধানের এমন মন্তব্য স্তিত্তা বাড়চ্ছে অহিন্দু বাবসারীদেরও। তবে হিন্দুত্ববাদী নেতার মুখে বিভেদের মন্তব্য থাকলেও, মহাকুস্তকে ‘বেশমারিবেশী’ রাখার অনুরোধই করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি জানিয়েছেন, “‘শুধুমাত্র বিশাল আকারই এই মহাকুস্তের বৈশিষ্ট্য নয়, এর বৈচিত্র্যও নজর কাড়ার মতো। কোটি সাধু-সন্ত এই মেলা যোগদান করবেন। তাই খোয়াল রাখতে হবে কেউ বড় বা কেউ ছোট নয়। বৈশ্বমাকে সরিয়ে রেখেই মেলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’”

মুন্সই হামলার চক্রী তাহাউর রানাকে শীঘ্রই ভারতের হাতে তুলে দেবে আমেরিকা

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারিঃ ভারতের জন্য বড় জয়। মুন্সই হামলার অন্যতম চক্রী, তাহাউর হুসেন রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল আমেরিকার আদালত। সূত্রের খবর, পাক বংশোদ্ভূত এই কানাডীয় ব্যবসায়ীকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০০৮ সালে মুন্সই হামলার অন্যতম চক্রী রানাকে যাতে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়, সেই জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছিল নয়াদিল্লি। বর্তমানে আমেরিকার কারাগারে বন্দি রয়েছেন রানা। তবে খুব শীঘ্রই তাঁকে ভারতে পাঠানো হবে। ২০২৩ সালের মে মাসে ওয়াশিংটনের ফেডারেল আদালত সাফ জানিয়েছিল,

তাহাউর রানা ‘ভারতে প্রতাপণ করার যোগ্য’। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রতাপণ চুক্তি মেনে রানাকে মুক্তি খারিজ করে ভারতের প্রতাপণের সিদ্ধান্তেই সিলমোহ দিল ওয়াশিংটনের নবন সার্কিট বেঞ্চ।

আমেরিকার আইন অনুযায়ী বিদেশ সচিব প্রতাপণের নির্দেশনামায় সই করবেন। মুন্সই হামলার পিছনে যে রানার প্রত্যক্ষ মদত ছিল, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই মিলেছে। এই মামলায় তাঁকে ভারতে এনে তদন্ত করা এবং

বিচার করা উচিত বলেই মার্কিন আদালতের পাল্লায় মেনে নিয়েছে। মুন্সই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত ডেভিড কোলম্যান হেডলির সঙ্গী ছিলেন এই রানা। তাঁকে হাতে পেতে প্রায় দেড় দশক আগে ওয়াশিংটনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল নয়াদিল্লি। কিন্তু সেই সময় ভারতের আবেদন নাকোও হয়ে যায়। পরবর্তী কালে জামিনও পেয়ে যান রানা। এর পর ১৯৯৭ সালের দ্বিপাক্ষিক বন্দি প্রত্যাপণ চুক্তি অনুযায়ী ফের আবেদন জানায় ভারত। ২০২০ সালের জুন মাসে নতুন করে রানাকে প্রত্যাপণ করে মার্কিন পুলিশ। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি জামিনের আবেদন জানান রানা। সেই আবেদন খারিজ হওয়ার পরেই প্রত্যাপণের পথ প্রশস্ত হতে শুরু করেছিল।

কল্পতরু উৎসবে প্রচুর ভক্ত সমাগম দক্ষিণেশ্বর-কাশীপুর উদ্যানবাটিতে

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : পরমহংসদেবের জীবন ও বাণী প্রতিনারের মতো এইবছরের নিয়ে। একইসঙ্গে পুণ্যাথীদের ঢল



প্রথমদিনও উদযাপিত হলো কল্পতরু উসব। বুধবার সকাল থেকে ভক্তদের ঢল নামে কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বরে। এদিন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে বিশেষ মঙ্গলারতি, দিনভর পূজোপাঠ চলে। আলোচনা হয় রামকৃষ্ণ

নামে বেলুড, কালীঘাট, তারাপাটৌও। এদিন সকাল থেকেই উত্তর কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বরে ভিা ছিল চোখে পড়ার মতো। মন্দিরের বাইরে ফুলের ডালা হাতে ভক্তদের লম্বা লাইন দেখা যায়। প্রসঙ্গত,

বারাসতে পুকুরে দেহাংশ উদ্ধার কাণ্ডে অধরা দুষ্কৃতী

দূরন্ত বার্তা, বারাসত, ১ জানুয়ারি : গত শনিবার রাত ও রবিবার সকালে বারাসতের হৃদয়পুরে বস্তাবিহীন মানুষের দেহাংশ উদ্ধার হয়। ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও মাথার হৃদিস মেলেনি। আর এ জন্য সোমবার দিনভর পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে, জাল ফেলে চলে তল্লাশি। আর এই ঘটনায় ‘কিলার–এর গন্ধ পাচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, দেহের প্রমাণ লোপাটের জন্য মাথা এই পুকুরে ফেলা হয়নি। আর এই এলাকার অবস্থান নিয়েও চিন্তিত পুলিশ। আর এক্ষেত্রে তাদের ভরসা কাটা হাতে থাকা জমার টুকরো ও সিসি ক্যামেরার সংগ্রহ করা বিভিন্ন ফুটেজ। পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়েও তৃণমূলকে তোপ দিলীপের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : ফের তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ যোষা। সদেশশাখালি থেকে বাংলাদেশি অকুপ্রবেশ নিয়ে আক্রমণ করেছেন দিলীপ যোষা। মঙ্গলবার সকালে দিলীপ যোষা সদেশশাখালির ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তৃণমূলের গুণ্ডারা সেখানে দরিদ্র মানুষের জমি জোর করে দখল করেছে। আমরা শীঘ্রই সেখানে আর জি কব–এর মতোই প্রতিবাদ দেখতে পাব। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে তিনি বলেছেন, বিএসএফ অনুপ্রবেশকারীদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পরে, পুলিশ কেন তাদের ছেড়ে দেয় এবং বিশদ তদন্ত করে না? সারা বিশ্ব থেকে মানুষ পশ্চিমবঙ্গে তৈরি ভুয়ো আইডি পাচ্ছে এবং দেশ ও বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নতুন বছরের শুরুতেই বিভিন্ন দফতরের শূন্যপদ পূরণে সরকার উদ্যোগী হচ্ছে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতেই বিভিন্ন দফতরের শূন্যপদ পূরণে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে সচিবালয়ে পর্যায়ের দফতরগুলিতে শূন্যপদের সংখ্যার পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্থার দফতর শূন্যপদের সংখ্যা জানতে চলেে অন্য সব দফতরকে চিঠি পাঠিয়েছে। এই সব দফতরের লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট , আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট , হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সেকশন অফিসার পদে মোট অনুমোদিত পদ ও সেখানে কর্মরতদের সংখ্যা এবং শূন্যপদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান তলব করা হয়েছে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দফতরগুলিকে এই সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ব্যানে জমা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ডিরেক্টরেট ও অঞ্চলিক পর্যায়ের অফিসগুলিতে অনুমোদিত পদ এবং বর্তমান কর্মী সংখ্যা পর্যালোচনার প্রক্রিয়াও শুরু কার হয়েছে বলে নবমো প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে চলতি বছরেই ওই দফতরগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। সেই কারণেই এই পরিসংখ্যান নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক মহল মনে করছে। গ্রুপ সি এলডিএ পদে নিয়োগ করতে ক্লার্কশিপ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শীঘ্রই বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে তা ইতিমধ্যে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। পরোদতির মাধ্যমে এলডিএ’র উপরের পদগুলি পূরণ করা হবে। ইতিমধ্যেই নতুন পদ সৃষ্টি করে সচিবালয়ে পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১ জানুয়ারীতে কিছুটা সুখবর দিলো গ্যাস কম্পানি



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : প্রথা অনুযায়ী প্রতিমাসের শুরুতেই গ্যাসের মূল্য সূচক নিয়ে আলোচনা করা হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারী মাসে সেই আলোচনায় কিছুটা স্বস্তিতে মানুষ। ১৯ কেজি এলপিগ্যি অর্থা বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি দাম

কমেছে ১ জানুয়ারি থেকে। দিল্লিতে এই ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমল হয় ১৮১৪ টাকা। গত ডিসেম্বরে এই সিলিন্ডারের দাম ১৬.৫০ টাকা বাড়ানো হয়েছিল এবং গত নভেম্বর মাসে ৬২ টাকা বাড়ানো হয়েছিল। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমল কিছুটা। সিলিন্ডার প্রতি ১৬ টাকা করে দাম কমেছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন যে ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম কি হয়ো? না, সে ক্ষেত্রে দামের কোনো পরিবর্তন করা বা নি। আর ২০২৫-এর শুরুতেই মিলল সুখবর। কিছুটা স্বস্তি ফিরল নতুন দামে। বাণিজ্যক গ্যাসের দাম কলকাতায় হল ১৯১১ টাকা, মুম্বইয়ে ১৭৫৬ টাকা এবং চেন্নাইতে ১৯৬৬ টাকা। সাধারণ বাড়িতে ব্যবহার করা হয় ১৪.২ কেজির সিলিন্ডার। সেই গ্যাসের দামের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ উদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল মেট্রোর কর্মী

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : ৩১.১২.২০২৪ তারিখে, ১৯,৫০ টায় দম দম মেট্রো স্টেশনে একটি অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত টহল চালানোর সময় প্ল্যাটফর্মে একটি দাবিহীন ব্যাগ উদ্ধার করে এবং স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেয়। পের ব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার যোগাা দিয়ে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। প্রায় ২০,৩০ টার কিছু পরে, একজন যাত্রী দম দম মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন এবং উদ্ধার হওয়া ব্যাগ এবং এতে থাকা জিনিসগুলির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করার পরে, অন্যান্য সমস্ত জিনিস সহ ব্যাগটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে তাকে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের সাথে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগটি ফিরে পেতে সহায়তা করাা জন্য।

নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হলো তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিন

তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিনের উদ্‌যাপন

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। ক্যামসারে আক্রান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তখন গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাকে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে আনা হয়েছিল। এইদিন সকালে একটি সুস্থ বোধ করায় বাগানে হাটতে বেরিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সঙ্গে ছিলেন তার ভক্ত তথা বিখ্যাত নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ। রামকৃষ্ণদেব আচমকই গিরীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ কী মনে হয়, আমি কে?’ উত্তরে তার ভক্ত বলেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ‘জনা মর্ন্তে অবতীর্ণঈশ্বরের অবতার।’ এরপর কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ভক্তদের নিজের স্বরূপের দর্শন দেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সেদিন হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কল্পতরু হয়েছিলেন ঠাকুর। সেই থেকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি কল্পতরু উসব পালিত হয় কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বরে।

তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে, মন্তব্য অরুণের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বাংলার মাটিতে বিরোধী দল তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে, ফলে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে। বুধবার দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে মন্তব্য মন্ত্রী অরুণ রায়ের। তিনি এদিন হাওড়ায় দলের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বাংলার মাটিতে বিরোধী দল তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে বাংলার মাটিতে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে। অরুণ রায় আরও বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের সীমাহীন অত্যাচারের হাত থেকে বাংলার মানুষকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়েই মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছিলেন। এই লড়াই করতে গিয়ে অনেক রক্ত ঝরেছে। অনেক সহকর্মীকে চলার পথে আমরা হারিয়েছি। তবু আমাদের লড়াই কখনো থেমে থাকেনি। ২০১১ সালে আমরা বাংলায় ক্ষমতায় এসেছিলাম। এরপর তিনবার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনেই বিরোধীদের মিথ্যাচার, অপপ্রচার, কুৎসা, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ হু’হাত ভরে আমাদের আশীর্বাদ

সাংসদের উপস্থিতিতে জয়নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কন্মল বিতরণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১ জানুয়ারি : বুধবার জয়নগর থানার



উওর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের কাকাপাড়ায় তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসের উদ্বোধন, কন্মল বিতরণ ও তৃনমূল কংগ্রেসের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রতিমা মন্ডল, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসানাবানু শেখ,জেলা পরিষদ



জমাদিন,একাধিক এলাকায় নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উলুবেড়িয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের জমাদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান কর্মসূচি, এবং শ্যামপুরের বারগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, রক্তদান কর্মসূচি,বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান, শহীদ বেনীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ সহ একাধিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, শ্যামপুরের বিধায়ক কাঙ্গীপদ মন্ডল, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি শ্রীধর মন্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নন্দেস্বাী জানা,বারগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কুন্তল প্রামাণিক, শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দীপক দাস, জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবানীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুবনেতা আব্দুল কাদের খান। বাহুরি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হয় রক্তদান কর্মসূচি ও বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া, যুবনেতা সেখ রেজয়ান প্রমুখ। এছাড়াও প্রতিটি বুধ, অঞ্চল সহ তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের পক্ষ হতে তৃন্মূল কংগ্রেসের জমাদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়।

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,১ জানুয়ারি : বুধবার ১লা জানুয়ারি ২০২৫, একদিকে ইংরেজি নববর্ষ অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের জমাদিন, মহাসমারোহে পালিত হলো তৃণমূল কংগ্রেসের জমাদিন,একাধিক এলাকায় নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উলুবেড়িয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের জমাদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান কর্মসূচি, এবং শ্যামপুরের বারগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, রক্তদান কর্মসূচি,বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান, শহীদ বেনীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ সহ একাধিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, শ্যামপুরের বিধায়ক কাঙ্গীপদ মন্ডল, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি শ্রীধর মন্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নন্দেস্বাী জানা,বারগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কুন্তল প্রামাণিক, শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দীপক দাস, জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবানীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুবনেতা আব্দুল কাদের খান। বাহুরি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হয় রক্তদান কর্মসূচি ও বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া, যুবনেতা সেখ রেজয়ান প্রমুখ। এছাড়াও প্রতিটি বুধ, অঞ্চল সহ তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের পক্ষ হতে তৃন্মূল কংগ্রেসের জমাদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়।

বছরের শেষ দিন ঢাকা শহীদ মিনারে ‘বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ সুর চড়ালেন ইউনিসের বিরুদ্ধে

সমীর দাস : বেশ কিছুদিনের প্রস্তুতি নিয়ে ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা শহীদ মিনারে বিশাল সভা করলেন ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আর নাগরিক কমিটি’র নেতারা – যার নাম দেওয়া হয়েছে – ‘মাচ ফর ইউনিটি’। সেই সভা থেকেই বিএনপিপন্থী ছাত্র নেতারা সুর চড়ালেন ইউনুস ও হাসিনার বিরুদ্ধে। ৩১ ডিসেম্বর এই সমাবেশ থেকেই ‘জুলাই বিপ্লবের যোগাপত্র’ নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছিল ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। যে ঘটনার সঙ্গে সরকারের সম্পৃক্ততা নেই বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ইউনুস সরকার। এরপর সোমবার সরকারের পক্ষ থেকে শিগগিরই ‘জুলাই গণ- অভ্যুত্থানের যোগাপত্র’ গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়। এদিন হাসনত আবদুল্লা বলেন,‘এত দিন পর্যন্ত আমাদের এই জুলাই গণ- অভ্যুত্থানের কোনো যোগাপত্র ছিল

না। আমরা বলতে চাই, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে আমাদের এই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের যোগাপত্র জরি করতে হবে।’ এর আগেও এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বলেন, এই জুলাই বিপ্লবের যোগাপত্র আগেই প্রকাশিত হবে বলে তারা আশা করেছিলেন। নরমে ও গরমে তারা ইউনুস সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রয়োজনে তারা আবার এই সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামবে। মঙ্গলবার, উপস্থিত ছাত্রনেতাদের প্রতি ডাক দিয়ে হাসনত বলেন, ‘এই ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আপনারা জেলায় জেলায়, পাড়া-মহল্লায় এই যোগাপত্রের পক্ষে মানুষের কাছে যাবেন, মানুষের কথা শুনবেন। তারা কী বলতে চায়, সেই কথাগুলো উঠিয়ে নিয়ে আসবেন।’সমাবেশে জাতীয় নাগরিক কমিটি বলেছে, আগামীতে যে যোগাপত্র আসবে, সেখানে

বছরের পয়লায় ভিড় শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে, ভিড় বেলুড মঠেও



দূরন্ত বার্তা, বেলুড, ১ জানুয়ারি : বছরের পয়লায় ভিড় হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে, ভিড় বেলুড মঠেও। বুধবার পয়লা জানুয়ারি সকাল থেকে ভিড়ের ছবি দেখা যায় বেলুড মঠেও। এদিন বছরের প্রথম দিনে মঠে প্রচুর দর্শনাধীর সমাগম ঘটে। প্রশাসনের তরফ থেকে মঠ চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বেলুড মঠের পাশাপাশি এদিন বছরের প্রথম দিনে ভিড় হয়েছিল শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনেও। কড়া নিরাপত্তা ছিল সেখানেও। বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ সহ বিভিন্ন দূর্লভ এবং মূল্যবান গাছ দেখতে পর্যটকদের ভীড় ছিল সেখানে।

দু’মাসে চাষিদের কাছ থেকে রেকর্ড পরিমাণ ধান সংগ্রহ করেছে রাজ্য

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : রাজসরকার চলতি খরিফ মরশুমের প্রথম দু’মাসে চাষিদের কাছ থেকে রেকর্ড পরিমাণ ধান সংগ্রহ করেছে। গত বছরের নভেম্বর- ডিসেম্বরের তুলনায় এবার কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বলে জানা গেছে। এইসময়ে এত বেশি পরিমাণ ধান আগে কখনও কেনা হয়নি। খাদ্যদফতর সূত্রে জানা গেছে, ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার কৃষকের কাছ থেকে মোট ২৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। কর্মসূচির সাফল্যের জন্য খাদ্যদফতরের প্রধান সচিব পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন । মরশুমের বাকি সময়েও ধান কেনার গতি যাতে বজায় থাকে সেজন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রসঙ্গত ২০২৪-২৫ খরিফ মরশুমের ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে নভেম্বরে, চলবে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। এই সময়ে ৬৬ লক্ষ টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।



শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, দক্ষিণ পূর্ব রেলের নতুন কাজের সময় সারণী প্রকাশ করছেন যা ০১.০১.২০২৫ তারিখে এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচ, কলকাতায় কার্যকর হবে। শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, এসইআর, শ্রী দীপক কুমার বাা, প্রিন্সিপাল চিফ অপরেশন ম্যানেজার, এসইআর এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে উত্তর পূর্ব রেলের মৌ জন. স্টেশনটি পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে

গোরখপুর, ১ জানুয়ারি : উত্তর-পূর্ব রেলের বারানসী বিভাগের আউটফিার–ভাটনি রেলওয়ে সেকশনে অবস্থিত মৌ জংশন। অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে রেলওয়ে স্টেশন। এটি ৪৮.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। মৌ জন. এটি পূর্বাঞ্চল অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন এবং এই স্টেশনটি নতুন দিল্লি, মুম্বাই, সুরাট, আহমেদাবাদ, কলকাতা, পুনে, লখনউ, কানপুর, প্রয়াগরাজ, জয়পুর, রাঠি, অমৃতসরের মতো প্রধান শহর এবং মেট্রোগুলির সাথে সরাসরি ট্রেন রোড রুটে এফনি টোটো চলাচল বন্ধ ছিল এই ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তরগাড়া টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন এই ঘটনাটা খুব খারাপ কাজ হয়েছে, আমরা এর প্রতিবাদ করছি। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের প্রেফতার করে করা শাস্তি দিতে হবে আমরা এলাকার শান্তি চাই।

সেকশনের দ্বিগুণ কাজ শেষ হলে মৌ দিয়ে যানবাহন চলাচল বাড়বে।আগামী ৫০ বছরে রেল চলাচলের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে মৌ জংশন তৈরি করা হবে। স্টেশন ভবনের সম্মুখভাগের কাজ শেষ হয়েছে। ৭০০ মিটার দীর্ঘ স্টেশন এপ্রোচ রোডে ৩০০ মিটার রাস্তা প্রশস্তকরণ ও ৭৫ মিটার ভিডাইজারের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকি কাজ চলছে। ৬০ মিটার প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০,০০০ বর্গমিটার প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠের উন্নয়ন কাজের মধ্যে ১,৭০০ বর্গমিটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রচলন এলাকার দিকে ৪০৫ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শেষ হয়েছে এবং বাকি ১৫০ মিটারের নির্মাণ কাজ চলছে। প্ল্যাটফর্ম যাত্রীদের বসার জন্য ২,৭০০ বর্গমিটার গুপ্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যার ৮০ শতাংশ

প্রত্যেক শহীদের রক্তের ফোটার কথা উল্লেখ থাকতে হবে। যদি আমরা সে কথাগুলো না পাই, তাহলে বাংলার চর্কিবাহর বাঘের বাচ্চারা, বাঘিনীরা তা মেনে নেবে না। এর পরেই হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন,আওয়ামি লিগের বিপক্ষে, মুজিববাদীদের বিপক্ষে। বলেন,‘যারা এমন ফ্যাসিবাদী রপ্তি কামেম করেছে, তাদের বিপক্ষে আমাদের এই লড়াই জারি থাকবে।’ এদিনও আওয়ামি লিগের বিরোধীরা শোনা যায় ছাত্রদের মুখে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এদিন আওয়ামি লিগের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, যারা সচিবালয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারদের আশু আর দেশে ফিরবে না, আমরা যাকে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়েছি, সেই খুনি হাসিনা আর ফিরবে না।

জয়নগরে বছরের শুরুতে পথ দূর্ঘটনায় মৃত তিন

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১ জানুয়ারি : বছরের প্রথম দিনে ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনা। জয়নগরে,মৃত তিন যুবক।বুধবার বছরের প্রথম দিনে কুলতলির কৈশালী, কেদ্রা সহ একাধিক এলাকায় পিকনিক ও বোানোর প্রচুর মানুষ ছিলো। আর এ দিন বিকালে কুলতলি থেকে ফেরার প্রথে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার ভবানীমারির মোড়ে দ্রুত গতিতে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে একটি মোটর বাইক বিদ্যু এর খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মেরে রাস্তায় পাঁচ যায় । আর মোটরবাইকে থাকা তিন যুবক অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বকুলতলা থানার পুলিশ এসে ঐ তিন যুবককে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলেচিকিসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত তিন যুবক হলো রাজকুমার হালদার (২৭), গোপেশ্বর হালদার (২৬) ও বিশ্ব নন্দ্বর (২৩)। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বকুলতলা থানার মর্গে রেখেছে।বৃহস্পতিবার মৃতদেহ গুলি ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশনের শতবর্ষ উদযাপন

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন বৃহস্পতিবার তাদের শততম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে। ১৯২৫ সালে পরাধীন ভারতে এলাকার শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় ইতিহাসের বহু চড়াই–উতরাই পেরিয়ে আজও একই সৌরবে তার শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, নকশাল আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলির সঙ্গী হয়েছে এই বিদ্যালয়। তবু স্থানীয় নাগরিক, শিক্ষক–শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের নিরন্তর সহযোগিতায় দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন আজও এগিয়ে চলেছে। এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক ড. সুপ্রিয় পাঁজা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। উদ্বোধনী পর্বে প্রদীপ প্রজ্জ্বল এবং অতিথিদের মাধ্যমে ১০০টি চারা গাছ রোপণের মাধ্যমে প্রকৃতির সৎরক্ষণে বিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে সংরক্ষণে এই বৃক্ষরোপণকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বাৰ্তা

৩০ বৰ্ষ, দৈনিক ৩৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১৭ পৌষ, ১৪৩১

নিরাপদ কলকাতা শহৰ

ন্যাশনাল ক্ৰাইম ৱেকৰ্ড ব্যৱোৱি ৱিপোৰ্ট ২০২১ সালে দেশেৰ প্ৰথম শ্ৰেণিৰ শহৰগুলিৰ মধ্যে সব চেয়ে নিৰাপদ শহৰ হ'ল কলকাতা। ২০২২ সালেৰ জন্যও এই তকমা ধৰে ৱাখল এই শহৰ। যদিও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা অপৰাধেৰ তালিকাৱ চৰ্চত্ব স্থানে রয়েছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ এবং ৰাজস্থানেৰ পৰই পশ্চিমবঙ্গত। তবে মহিলাদেৱ অপৰাধেৰ ক্ষেত্ৰ তালিকাৱ দিল্লি সৰ্বোচ্চ স্থান অধিকাৰ কৰে রয়েছে। মহিলাদেৱে ওপৰে কম অপৰাধ হয়েছে কোয়ম্বতুৰে। ৱিপোৰ্ট বলেছে ২০২১ সাল থেকে ২০২২ সালেৰ মধ্যে কলকাতাৰ অপৰাধেৰ সংখ্যা কম হয়েছে। ২০২১ সালে অপৰাধেৰ সংখ্যা ছিল ১৩,০৬৭টি। সেখানে এবাৱে দুই হাজাৰ কম দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এবাৱেৰ সংখ্যা ছিল ১১, ০৬৮টি। দিল্লিতে সবচেয়ে বেশি অপৰাধ সংগঠিত হয়েছে। সেখানে দুই লক্ষ আটানকবই হাজাৰ নয় শত অস্ত্ৰাশি অপৰাধ সংগঠিত হয়েছে। প্ৰতি লক্ষ জনসংখ্যাৱ হাতে অপৰাধেৰ সংখ্যা কলকাতাৱ কম ব'লা যেতেই পাৱে। তবে জনসংখ্যাৱ নিৰিখে ছোট শহৰ আমেদাবাদ, পুণে, তোয়েম্বতুৰ, সূৱাতও অপৰাধে এগিয়ে রয়েছে। ভাৰতেৰ যে সব শহৰে অপৰাধ ক্ৰমশ বৃদ্ধি পেতে শুৰু কৰেছে সেখানে কলকাতাৰ অপৰাধেৰ সংখ্যা ক্ৰমশ কমতে শুৰু কৰেছে। তবে এনসিআৰবিৰ ৱিপোৰ্ট বলেছে যে শুধু মাত্ৰ জনসংখ্যাৱ বিচাৰ কৰে অপৰাধ কম বা বেশি ব'লা যায় না? আসলে শহৰেৰ মানুষেৱা কম অপৰাধী মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰতে শুৰু কৰেছে তা দিকে বেশি কৰে নজৰ দিতে হয়। শহৰেৰ লোকৰো যখন অপৰাধ ক্ৰমশ বৃদ্ধি কৰতে শুৰু কৰে সেখানকাৰ পুশিশ প্ৰশাসনকে এ ব্যাপাৱে সতৰ্ক কৰিয়ে দেওয়াটা ৰাজ্য প্ৰশাসনেৰ কাজ। সেই কাজ পশ্চিমবঙ্গ সৰকাৰ কৰে থাকে। কলকাতা শহৰেৰ পুলিশ অত্যন্ত সক্ৰিয়। তাৰ ফলে কলকাতাৱ অপৰাধেৰ সংখ্যা কমতে থাকে। কলকাতা পুলিশ অপৰাধ ঘটলে দ্ৰুত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে থাকে। এক একটি বছৰে দেখতে পাওয়া গিয়েছে অপৰাধ ক্ৰমশ তলানিয়ে গিয়ে পৌছেছে। কলকাতাৱ যেসব অপৰাধ সংগঠিত হয় তা কিন্তু বলতে গেলে ৰাজনৈতিক ৰামেলা। মহিলা ঘটিত অপৰাধ কলকাতাৱ বেশি হতে দেখা যায় না। তাৰ কাৰণ হ'ছে এখন পুৰুষ মহিলাৱা এক সঙ্গে কথা বলতে পাৱে। এক সঙ্গে বেগতে পাৱে। এক সঙ্গে মেলা, উৎসবে অংশ গ্ৰহণ কৰে। পুৰুষ এবং মহিলাদেৱ মধ্যে কোনও ভেদ ৱাখা হয় না মেলামেশাৰ ক্ষেত্ৰে। পুৰুষৱা যদি বেশি শক্ত কৰে মহিলাদেৱে সঙ্গে মিশতে পাৰবে ততই অপৰাধ কম হতে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে মহিলাৱা ৰাজনৈতিক দলে অংশ গ্ৰহণ কৰে বেশি। মিছিল মিটিং কৰে বেশি কৰে মহিলাৱা। তাৱাই স্কুলে ছেলেকে ভৰ্তি কৰা থেকে শুৰু কৰে বাইৰে এবং সংসাৱেৰ কাজ কৰে থাকে। মহিলাদেৱে যথি স্বাধীনতা দেওয়া যাৰে ততই মহিলা অপৰাধেৰ সংখ্যা ক্ৰমশ কমতে থাকবে। কলকাতাৱ এখনও ৱাতেৰ বেলায় মহিলাৱা বিবাহ বাড়ি থেকে ফেৰে গা ভৰ্তি গহণা পাৱে। তবে এৰ মধ্যে যে অপৰাধ সংগঠিত হয় তা নয়। তবে সংখ্যাৱ অত্যন্ত কম। মহিলাদেৱে নিয়ে মাথা বেশি ঘামায় না কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গেৰ মানুষেৱা। পশ্চিমবঙ্গেৰ পুৰুষৱা মহিলাদেৱে ব্যাপাৰটাকে এড়িয়ে চলে। কোনও মহিলা সংগঠিত গটনাৰ সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে পুৰুষৱা জড়িয়ে পড়তে চায় না। কিন্তু দিল্লিতে সেখানকাৰ পুৰুষদেৱে মানসিকতটা একেবাৱে আলাদা ৱকমেৰ। তাৱা মহিলাদেৱে একটু কুনজৰে দেখে থাকে। তাৰ ফলে সেখানে মহিলাদেৱে ওপৰে শাৱীৱিক অত্যাচাৰ বৃদ্ধি পেতে শুৰু কৰেছে। দিল্লিতে মহিলাৱা ৱাস্তায় বেৰ হতে পাৱে না সন্ধ্যাৱ পাৱে। তাৱা নিৰ্ভয়ে এক স্থান থেকে আৰ এক স্থানে যেতে পাৱে না।

মহাকাশে নতুন দিক

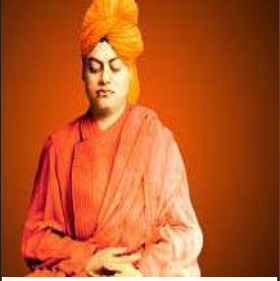
ইউনিট-২২ এই সফৰ্ মহাকাশ পৰ্যটনেৰ ক্ষেত্ৰে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে কৰতে শুৰু কৰে দিয়েছে সবাই। এবাৱে বছৰে দুইবাৰ কৰে মহাকাশ পৰ্যটন কৰা পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰেছে ভাৰ্জিন গ্যালাক্সিকৰে। আগামি বছৰ থেকে পুৱোপুৰি বাণিজ্যিকভাবে বছৰে ৪০০টি উড়ান মহাকাশে পাড়ি দেবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰেছেন ধনকুবেৰ ব্ৰ্যানসন। ইতিমধ্যে প্ৰায় ৬০০ টি টিকিট বিক্ৰি হয়ে গিয়েছে। টিকিটেৰ দাম কৰা হয়েছে দুই থেকে আড়াই লক্ষ ডলাৰ। ক্ৰেতাৱেৰ মধ্যে ৱায়েছে ৮০ টি দেশেৰ নাগৰিক। ২০০৪ সালে ব্ৰ্যানসন যখন এই প্ৰতিষ্ঠানটি স্থাপন কৰেছিলেৱ তখন তিনি বলেছিলেৱ, ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ যাওয়াৰ স্বপ্ন দেখতাম। আৰ আমি মনে কৰি, মহাকাশে যাওয়াৰ অধিকাৰ সকলেৰ ৱায়েছি। মহাকাশ সফৰ সেৱে পৃথিৱীতে ফিৰে আসাৰ পৰে তিনি আৰও কিছু নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা ঘোষণা কৰবনে বলেছিলেৱ। তিনি মহাকাশ থেকে ফিৰে এসেই বলেছিলেৱ যে মহাকাশে মানুষেৰ যাওয়াকে অগ্ৰাধিকাৰ দেবে তাঁৰ সংস্থা। মহাকাশে যাওয়াৰ যাৱেৰ ইচ্ছা রয়েছে তাৱেৰ সেই ইচ্ছাকে পূৰণ কৰবে তাঁৰ সংস্থা। মানুষকে মহাকাশে যাওয়াৰ সুযোগ তৈৰি কৰে দেবেন তিনি। প্ৰয়োজন হলে আগামি দিনে মহাকাশ বাস নিৰ্মাণ কৰবেন। এক সঙ্গে প্ৰায় বোশ কৰেৱজন মহাকাশ পুৱে বেড়াতে পাৱে তা নিয়ে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰতে শুৰু কৰে দিয়েছে ভাৰ্জিন গ্যালাক্সিকৰে। মহাকাশে যাওয়াৰ জন্য বলতে গেলে অধিকাংশ ধনীৱা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰতে শুৰু কৰে দিয়েছে। তাৱা বলতে শুৰু কৰে দিয়েছে যে ওই পৰিমাণ ডলাৰ দিতেও ৱাজি। মহাকাশ সফৰ কৰাটা ঈশ্বৰেৰ ইচ্ছা থাকলে কৰা সম্ভব। মনেৰ মধ্যে প্ৰবল সাহস নিয়ে মহাকাশ যাওয়াৰ মানসিকতা অৰ্জন কৰতে হবে। এৰ আগে ২০০০ সালে মহাকাশে পৰ্যটকেৱা গিয়েছিল। সেটা ৱাশিয়াৰ বানানো ৱকেট ছিল। ৱাশিয়া প্ৰথম মহাকাশ অভিযান সফল কৰে। তাৱা চম্দ্ৰাভিযানও কৰেছিল প্ৰথম। যদিও আমেৰিকা প্ৰথম মানুষ পাঠায় চাঁদে।

শ্ৰীশ্ৰী অনুকূল ঠাকুৰ



ধৰ্ম হ'ছে পথ চলাৰ অনুশাসন। কীভাবে পথ চলতে হবে তাৰই পথ নিৰ্দেশ ৱয়েছে ধৰ্ম কথাৱ। ধৰ্ম হ'ছে মানুষেৰ সাথী। ধৰ্মকে গ্ৰহণ কৰে

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী



বিবেকানন্দ বলতেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হ'ল তালৈ পুজোপাৰি কৰে কী লাভ। মায়েৰ শক্তিকে ধাৰন কৰতে হবে। জাগৰিত কৰতে হবে মন শক্তিকে। মনেৰ শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি কৰতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূৰ কৰতে হবে। জাগাতে হবে মনেৰ মধ্যে থাকা সংশক্তিকে। জাগৰিত কৰতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিদাৰক বা বাহক

শৈশবেৰ দূরন্ত প্ৰতিভাবান বালকেৱাই বাংলাৰ নবজাগৰণে অংশ গ্ৰহণ কৰে জন্মভূমিৰ সন্মানকে আন্তৰ্জাতিক দৰবাৰে স্তৱে পৌছে দেয়

বিশেষ প্ৰতিবেদক

শৈশবেৰ হাৱিৰ যাওয়া দিনগুলিৰ কথা এখন আবাৰ সবাৰ মনে ফিৰে আসতে শুৰু কৰে দিয়েছে। যুগেৰ পূৰ যুগ ধৰে শৈশবেৰ দিনগুলি পৰিবৰ্তন হতে থাকে। সবাৰ শৈশবকাল একই ৱকম হয় না। শৈশবেৰ কালেৰ প্ৰকাৰ ভেদ রয়েছে। বিদ্যাসাগৰেৰ শৈশব কাল আৰ ৱবীন্দ্ৰনাথেৰ শৈশব কাল একই ৱকম ছিল না। নজৰুলেৰ শৈশব কাল আৰ কবি সুকান্ত ভট্টাচৰ্যেৰ শৈশবকাল এক ৱকম হয়নি। বাংলাৰ প্ৰতিটি মনীষীদেৱে শৈশব কাল বিভিন্ন ৱকমেৰ ছিল। শৈশব কালেই তাঁৱা যা গ্ৰহণ কৰেছিলেৱ তাৰ ওপৰে নিৰ্ভৰ কৰে বাকি জীবনগুলিতে তাৱা উন্নতি সাধন কৰাৰ পথ ধৰে এগিয়েচলতে শুৰু কৰে দিয়েছিল। শৈশবেৰ শিক্ষা হ'ছে মানুষেৰ জীৱনে প্ৰাথমিক শিক্ষা। এৰ ওপৰে ভৰ কৰে বাকি জীবনগলি কাটিয়ে দেওয়াৰ সম্ভব। বাংলাৰ অধিকাংশ প্ৰথিতযশা ব্যক্তিৱা তাঁদেৰ জীবনমু্তি ৱৰ্ননা কৰে গিয়েছেন। কেউ জমিদাৰ বাড়িৰ পৰিবেশেৰ মধ্য বড় হয়েছেন। আবাৰ কেউ দীন দাৱিদ্ৰ কুটিৰেৰ মধ্যে থেকে বড় হয়েছেন। বিদ্যাসাগৰ শৈশব কেটেছে গ্ৰামাঞ্চলে। সেখান থেকে তিনি পড়াশুনা কৰাৰ পাশাপাশি খেলাধুলা শুৰু কৰেছিলেৱ মোঠো শ্যাওলা ধৰা মাঠে। ছোটবেলায় খুবই ব্ৰহ্মন্ত এবং একলোখা ছিলেৱ। তিনি ভালো ছোটছোটি কৰতে পাৱরতেন। আবাৰ ভালো সাঁতাৰ কটিতে পাৱরতেন। তখন মেদিনী পুৱেৰ কোনও কলেৰ জৰেৰি ব্যৱস্থা ছিল না। পুৰুৱেৰ গিয়ে স্নান এবং সেই পুৰুৱেৰ জলে ৱাষা কৰাৰ আয়োজন। তখন পুৰুৱেৰ জলই পান কৰতে হতো। ৱাষা বা জল খাওয়াৰ জন্য পুৰুৰ নিৰ্মিত হতো সেই পুৰুৱে কেউ স্নান কৰতো না এবং কাপড় কাচতো না। সেই জল একেবাৱে স্বচ্ছ কাচেৰ মতো টলটল কৰতো। সেই জল দিয়ে ৱাষা আৰ পান কৰা বব্যস্থা কৰা হতো। এই ৱকম গ্ৰাম বাংলাৰ জীবন ছিল। সন্ধ্যা হলেই ঘৰে এসে বসা এবং তখনকাৰ সময়ে ঘৰেৰ বয়স্ক মহিলাৱা ছোটদেৱে সমানে নানান ধৰনেৰে ৰূপকথাৱ গল্প বলে সন্ধ্যা কবাৰ কৰে দিত। বিদ্যাসাগৰ সেই সব গল্প কথা শুন্তেতেন। তবে ঠাকুৰদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ ৰোজগাৰ ভালো ছিল না। ঈশ্বৰকে বড় কৰতে হবে ভালো কৰে লেখাপড়া শেখাতে হবে এই ভবনা পিতা ঠাকুৰদাস মাথায় চেপে গিয়েছিল। তাৰ ফলেই বালক ঈশ্বৰকে সঙ্গে কৰে কলকাতাৰ দিকে যাত্ৰা শুৰু কৰেছিলেৱ। কলকাতাৱ তখন

হতেন। এই ৱকম কষ্ট কৰে বড় হয়েছিলেৱ বালক ঈশ্বৰ। খেলাধুলাৰ কৰাৰ ইচ্ছা থাকলে তিনি বই নিয়ে গৈসে সময় কাটিয়ে দিতেন। পাঠশালাৰ পণ্ডিতদেৱ কাছে ঈশ্বৰেৰ খুব নামভাক ছিল। কাৰণ শিক্ষায় বিদ্যাসাগৰ সবাৰ থেকে নিজেৰে এগিয়ে ৱাখতেন। তাঁৰ মনেৰ মধ্যে একটি মন্ত্ৰ প্ৰবেশ কৰে গিয়েছিল তাঁকে পড়াশুনা কৰে বড় হতে হবে। এই বাক্যটো তাঁৰ শৈশবেৰে মনকে আচ্ছাদিত কৰে রেখে দিয়েছিল। তাৰ ফলে তিনি বই ছাড়া আৰ অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি দেওয়াৰ জন্য সময় বেৰ কৰতে পাৱরনি। বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় আবাৰ ধনী ঘৰেৰ সন্তান। তিনি আবাৰ সাহেবিয়ানৰ মধ্যে বড় হয়েছেন। জমিদাৰী মেজাজ তাঁৰ মধ্যে বিদ্যামান ছিল। ৱাশভাৰী লোক ছিলেৱ তিনি। ছোটবেলা থেকেই পিতাৰ দৰ্ননকে তিনি গ্ৰহণ কৰে নিয়েছিলেৱ। তাঁৰ বন্ধুৱা সবাই আভিজাত সম্প্ৰদায়েৰ ব্যক্তিৱা ছিলেৱ। তাঁৰ ফলে তাঁৰ শৈশবটা কেটেছে একেবাৱে ধনিক শ্ৰেণিৰ পৰিবেশেৰ মধ্যে দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত পাঠেৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰেছিলেৱ বাড়িতে সংস্কৃত পঢ়তে নিয়ে। তাঁৰ পিতা তাঁকে ইংৰেজি শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে দিয়েছিলেৱ। ঘৰে ইংৰেজি দক্ষ

মাস্টাৰ নিয়ে এস পড়াশুনা শুৰু কৰে দেন। বিলাত থেকে ইংৰেজি বই নিয়ে এসে পড়াশুনা শুৰু কৰেছিলেৱ। দক্ষ মাস্টাৰেৰ তকন খুবই অভাব ছিল। তবুও সেই সময়ে খোঁজ নিয়ে ইংৰেজি মাস্টাৰ জোগাড় কৰেছিলেৱ বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ পিতা ছেলেৰ শিক্ষাৰ জন্য। তখন ইংৰেজি গ্ৰামাৰ বেৰ হয়নি। কিন্তু বিলাত থেকে ইংৰেজি গ্ৰামাৱে বই নিয়ে আসাৰ ব্যবস্থা কৰেছিলেৱ বঙ্কিমচন্দ্ৰেৰ পিতা। সেই সব ইংৰেজি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ প্ৰথম গ্ৰাডুয়েট তিনি



হতে পেৰেছিলেৱ। বিদ্যাসাগৰ এবং বঙ্কিমচন্দ্ৰ বিদ্যা অৰ্জন কৰা জন্য প্ৰবল আগ্ৰহই তাৱেৰকে নিৰলস ৱবল সংগ্ৰামে অবতীৰ্ণ কৰে দিয়েছিল। ইংৰজি ভাষা শিখতে হবে। বাংলাৰ ভাষাৰ চৰ্চা বৃদ্ধি কৰতে হবে। এই দুটি ভাষাৰ ওপৰে দখল আনাৰ জন্য তাঁৱা বাংলা ভাষাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যাপাৱে দক্ষতা অৰ্জন কৰতে শুৰু কৰেছিলেৱ। তাবপৰে বিদ্যাসাগৰ ইহ ৱচনা কৰলেৱ সবাই যাতে অতি সহজেই বাংলা ভাষা গ্ৰহণ কৰতে পাৱে। তাৰ জন্য ‘বৰ্ণপৰিচয়’ বই প্ৰকাশ কৰেৱ। তাৰ আগে বাংলা ভাষায় শিক্ষাৰ গ্ৰহণ কৰাটা অতি দুৰূহ ছিল। সবাৰ শৈশবকাল একইভাবে কাটেনি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজেৰ ছাত্ৰ ছিলেৱ। তিনি হিন্দু কলেজে ইংৰেজি শিক্ষক সাহবদেৱ খুবই প্ৰিয় ছাত্ৰ ছিলেৱ। ইংৰেজি ভাষাৰ ওপৰে দখল ছিল মাইকেলেৱ। তিনি ইংৰেজি ভাষাকে নিজেৰ মাতৃভাষাৰ চেযেও বেশি মৰ্যাদা দিতে শুৰু কৰে দিয়েছিলেৱ। তাবলে তিনি আবাৰ বাংলাৰ ভাষাৰ চৰ্চাকে থামিয়ে দেননি। সংস্কৃত ভাষা তিনি আবাৰ দক্ষতা লাভ কৰেছিলেৱ। তাৰপৰে তিনি গ্ৰীক,ইতালি এবং ফৰাসি ভাষা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰেৱ। গ্ৰীক ভাষা চৰ্চা কৰেছিলেৱ তাৰ একটি মাৰ্চ কাৰ্চ হ'ছে ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’ মহাকাব্য পড়াৰ জন্য। গ্ৰীক দেশেৰ দুইটি

কলকাতাৰ হিন্দু স্কুল

কলকাতাৰ হিন্দু স্কুল বাংলাৰ নবজাগৰণেৰ অন্যতম সেৱা শিক্ষাসদণৰে। এইখান থেকে পৰীক্ষায় পাশ কৰেছিলেৱন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শুধু কবি মাইকেল নয়, এখানে শিক্ষকতা কৰতেন হেনৱি লুই ভিভিয়ান ৱেজোজিও তখন এৰ নাম ছিল হিন্দু কলেজ। পুৱে হিন্দু কলেজকে দুটো ভাগে ভাগ কৰে দেওয়া হয়। একটি হয় প্ৰেসিডেন্সি কলেজ এবং আৰ একটি হয় কয়েকটি পাণ্ডনাৰ পাণ্ডনা কৰেছিলেৱ। তাৱা এখন বহু সৰকাৰি উচ্চ পঢ়েছে আসীন। মাইকেল এবং তাঁৰ সবচেয়ে প্ৰিয় বন্ধু গোঁৱদাস বসাক এই স্কুলেৰ ছাত্ৰ ছিলেৱ। কিন্তু সংস্কৃত কলেজেৰ সঙ্গে হিন্দু কলেজেৰ মধ্যে একটি বিৰাট পাঁচিল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা কী কাৰণে তা জানা যায় না। এই স্কুলেৰ ছাত্ৰ এখন ৱবীন্দ্ৰ ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়েৰ উপাধ্যাপ হয়েছেন। তখনকাৰ কাল হিন্দু স্কুলেৰ নাম সাৱা ভাৰতবাসী বিস্তাৰ লাভ কৰেছিল। হিন্দু স্কুলেৰ ছাত্ৰ ছিলেৱ সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, জ্যোতিন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, উমেশ চন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্ৰথম কংগ্ৰেס সভাপতি), বিজ্ঞানী কৰ্মনাগৰ (ভাৰতেনা), বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, ৱাজেন্দ্ৰলাল মিশ্ৰ, নয়া ৱাঙ্গা সমাজ প্ৰতিষ্ঠাতা কৰ্ণচন্দ্ৰ সেন, ইতিহাসবিদ নিশিথ ৱৰ্জুন ৱায়, আনন্দমোহন বিশ্বাস, কালীপ্ৰসন্ন সিংহ (বাংলায় মহাভাৰত চৰ্য্যতা) তাৰকনাথ পাণিহত, প্ৰশান্ত চন্দ্ৰ মহলাকোবিশ, মণীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নন্দী, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (গীতিকাৰ), অতুল ঘোষ (কংগ্ৰেস নেতা) - চুনী গোস্বামী (খেলোয়াড়), ৱৰ্ণন্থত গুপ্ত (পাত্ৰন পুলিশ কমিশনাৰ) সহ আৰও অনেকে। এই সব ছাত্ৰৱা এক সময়ে বাংলাকে পৰিচালিত কৰতো। তখনকাৰ দিনে হিন্দু স্কুল থেকে

শৈশবকাল তিনি একটি ঘৰে কাটিয়েছেন। প্ৰকৃতিৰ সঙ্গে নিজেকে মেলানোৰ অবাধ সুযোগ লাভ কৰেছিলেৱ। তাঁৰ দিন কাটাতো প্ৰকৃতিৰ সঙ্গে মনেৰ আদান প্ৰদান প্ৰেমিক হয়ে ডঠতে পেৰেছিলেৱ কবিগুৰু শৈশবকাল থেকে। জোড়াসাঁকোৰ ঠাকুৰ বাড়িৰ আশ্ৱিনাৰ মধ্যেই তাঁৰ বেড়ে ওটাৰ গল্প তৈৰি হয়েছিল। সেখান থেকে সঙ্গীত শেখা থেকে শুৰু কৰে নাটক অভিনয় কৰা, ছবি আঁকা সবাই উঁচাকে ঘড়ি ধৰে কৰতো হতো। জোড়াসাঁকোৰ চাৰ দেওয়ালে মধ্যে থেকে। তাৰ বাইৰে পা দেওয়াৰ কোনও অধিকাৰ অৰ্জন কৰেৱনি। তাৰ ফলে তিনি সাৱা দিন ব্যস্ত থেকেছেনৱ বিভিন্ন বিষয়েৰ চৰ্চাৰ মধ্যে। যাৰ ফলশ্ৰুতিআমাৰ দেখতে পেলাম ৱবীন্দ্ৰনাথ কবিগুৰু হিঁসাকে বিশ্ব সন্মানে সন্মানিত। ৱবীন্দ্ৰনাথ আবাৰ শৈশবকাল কেটেছে ৱাক্ষস খোক্ষস গল্প শুনে। ৱাতেৰ বেলায় শুতে দিয়ে বাড়িৰ বয়স্কদেৱে কাছ দেৱাৰে সন্তোষ শোনা ছিল ৱবীন্দ্ৰনাথৰ বাড়তি পাণ্ডনা সময়ে এক মনে ছবি অঁকেছেন। আবাৰ কোনও সময়ে নাচ কৰেছেন নিজেৰ মন থেকেই। নাচ,গান ছবি এবং সাহিত্য ৱচনা এবং চৰ্চাৰ মধ্যে দিয়ে তাঁৰ শৈশবকালটা পাৰ হয়ে গিয়েছিল। যৌবনকাল এসে উপস্থিত হলে তিনি লিখে ফেলেৱন একটি অসাধাৰণ কবিতা ‘নিৰ্বাৱেৰ স্বপ্নভগ্ন’। এই কবিতা ৱচনা মতো তিনি কভনাই



অধ্যয়ন কৰতে শুৰু কৰেছেন। বেদ বেদন্ত থেকে কৰে প্ৰাচীন ভাৰতেৰ সচলত থাছগুলিকে নিয়ে মানসিক চৰ্চা কৰতে শুৰু কৰেছেন। তিনি যখন ফোৰ্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হ'ছেৱ তখন তাঁৰ বয়স বলতে হ'ছে একুশ বছৰেৰে বেশি ব'লে না। তাৰও কম হতে পাৱে। ৱবীন্দ্ৰনাথেৰ শৈশব কেটে আবাৰ অন্য ৱকমভাবে। তাঁৰ

লেখকদেৱ পকেটথেকে নেওয়া লেখাৰ প্ৰকাশ বউবাজাৰেৰ সোনাৰ মাৰ্কেট

কলকাতাৰ সোনাৰ বাজাৰ। কল কাতাৰ সোনাৰ বাজাৰ বলতে এখন বউবাজাৰকে বোঝায়। আগে বড় বাজাৰে বহু সোনাৰ দোকান ছিল। কিন্তু সেই সব সোনাৰ দোকান এখন আৰ ভিড় হয় না। কলকাতাৰ বউবাজাৰে সোনাৰ দোকান ভাৰত বিখ্যাত ব'লা যেতে পাৱে। এখানে আগে বেশ কয়েকটি ভাৰত বিখ্যাত সোনাৰ দোকান ছিল তাৰ মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমসি সৰকাৰে। এমসি সৰকাৰেৰ দোকান এখন উঠে গিয়েছে। সেটা এখন ব্যাক্ক অব ইণ্ডিয়াৰ অফিস তৈৰি হয়েছে। এৰ পৰে রয়েছে বি সৰকাৰ। বি সৰকাৰ বহু প্ৰাচীন কালেৰ দোকান। তাৰপৰ ৱয়েছে পিসি চন্দ্ৰ। বউবাজাৰেৰ পিসি চন্দ্ৰেৰ সোনাৰ দোকান সবচেয়ে প্ৰাচীন দোকান ব'লা যেতে পাৱে। এখান থেকেই দোকান কৰে সিপি চন্দ্ৰ বহুজাতিক ব্যবসায়ী হিঁসাকে পৰিচিত লাভ কৰতে শুৰু কৰেছে।এৰপৰে সেনকো গোন্ডএৰ সোনাৰ দোকান ৱয়েছে। সেনকো গোন্ডেৰ নামে বহু দোকান ৱয়েছে। আগে ছিল সেনকো জুয়েলাৰ্স। সোনাৰ দোকান যেনে তৈৰি হয়েছে তাৰ আশপাশত তৈৰি হয়েছে বহু কৰ্মচাৰিৱেৰ ছোট ছোট দোকান। সেই সব দোকানে সোনাৰ গহণৱা কাজ কৰে থাকে লোকেৱ। প্ৰেমচাঁদ বড়াল স্ট্ৰিট থেকে শুৰু কৰে একোৱে সিদ্ধেশ্বৰ চন্দ্ৰ লেন পৰ্যন্ত সোনাৰ ছোট ছোট সোনাৰ গহনা তৈৰিৰ কাৰখানা তৈৰি হ'ছে। প্ৰতিদিন কয়েক কোটি টাকা সোনাৰ লেনদেন এখানে হয়ে থাকে। বাংলােশেৰ থেকে লোকেৱা এসে বহুবাজাৰ থেকে সোনাৰ গহনা কিনে নিয়ে যায়। কাৰণ বাংলাদেশে সোনাৰ গহণাৰ দাম খুব বেশি। বহুবাজাৰ থেকে সোনাৰ দোকান এখন সাৱা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তে শুৰু কৰেছে। গড়িয়াহাৰ থেকে শুৰু কৰে কালীঘাট এমনকী মুম্বইতেও বহুবাজাৰেৰ দোকানৰেৰ শাখা অফিস খোলা

তাৱা আবাৰ বেশ কীৰ্তন সূৱে গান গাইৱতেন থামাঞ্চলে। সেখান থেকে যা ৱোজগাৰ কৰতেন তাই দিয়ে তিনি পেট চালাতেন। বন্ধু শৈলজানন্দ ও নজৰুল কলকতায় এসেছিলেৱ চাকবিৰ খোঁজ কৰতে। কিন্তু চাকৰি পেলেৱন না। তাৰ ফলে তিনি ৱিটশি সেনা দল ‘বেঙ্গল ৱেজিমেন্ট’ যোগ দিলেৱ। সেনা চাকৰি গ্ৰহণ কৰা সময়ে তিনি বই নিয়ে পড়াশুনা শুৰু কৰছিলেৱ। তিনি তখন কৰাচিতে সেনা শিবিৰে উপস্থিত। সেখান থেকে কবিতা লিখে পাঠাতেন বাংলাৰ বিভিন্ন পত্ৰপত্ৰিকাতে প্ৰকাশেৰে জন্য। সেই সব কবিতা কবি মহলে যথেষ্ট আলোড়ন কৰিছিল। তাৰপৰে তিনি সেনা দল থেকে ফিৰে এসে মুজফফৰ আহমেদেৰ বন্ধু হলেৱ। সেই সময়ে তিনি লিখে খেললেৱ ‘বিস্লেই’ কবিতা। ব্যসা আৰ তাকে পিছনেৰ দিকে ফিৰে তাকাতে হয়নি। তিনি বাংলাৰ কবি মহলে যথেষ্ট সন্মান লাভ কৰতে থাকেৱ। ৱবীন্দ্ৰনাথ তাঁৰ প্ৰশংসা কৰে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ লেখাপড়া কৰেও ভালো চাকৰি জোটাতে পাৱেৱনি। তাৰপৰে তিনি বিদ্যাসাগৰেৰ মেট্ৰোপলিটান স্কুলে শিক্ষকেৰ চাকৰি পেয়েছিলেৱ। পৰে তাঁৰ সেই চাকৰি চলে যায়। দক্ষিণেশ্বৰ ঠাকুৰ ৱামকৃষ্ণদেব তাঁকে আশ্ৰয় দিয়েছিলেৱ। ঠকুৰ ৱামকৃষ্ণদেবব তাঁকে বেদান্ত মন্ত্ৰে দীক্ষিত কৰেৱ। বাকিটা ইতিহাস। স্বামী বিবেকানন্দেৰ নাম এখন বিশ্ব জোড়া। তিনি যে খ্যাতি লাভ কৰেছিলেৱ তা কিন্তু বাংলাৰ কেনেও ব্যক্তিৱা ধৰ্মেৰ দিক দিয়ে এত বিশ্বখ্যাত হতে পাৱেৱনি। এক সময়ে ভাৰত বলতে বিদেশাৱ ৱবীন্দ্ৰনাথেৰ দেশকে বুঝতো। তাৰপৰে আমেৰিকাৰ নাগৰিকেৱা ভাৰতবৰ্ষ বলতে ‘স্বামী বিবেকানন্দেৰ দেশ বলে মনে কৰে থাকে। দুই আন্তৰ্জাতিক মহাপুৰুষ ভাৰতেৰ নামকে বিশ্বেৰ বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেৱ। তাঁদেৰ শৈবকালটা কেটেছে বিভিন্ন বিষয়েৰ ওপৰে চৰ্চা কৰে। তাৰ ফলে দেখতে পাওয়া গেলে যৌবনকালে সেই সব শৈশবেৰ চৰ্চাগুলি বিকাশ লাভ কৰে ভাৰতেৰ সুনাশ ৰ্জন কৰতে সহায়তা কৰেছা। তাঁদেৰ শৈশবেৰ চৰ্চাৰ বিষয়গুলি পৰিশালিত যৌবন কালে সবাৰ উপযুক্ততে পৰিণত হতে সক্ষম হয়েছে। এৰ ফলে সমাজ সমৃদ্ধি লাভ কৰেছে এৱং ভাৰত সমৃদ্ধশালীতে পৰিণত হ'ছে। বাংলাৰ নবজাগৰণ হয়েছিল বলে তাৰ সুফল লাভ কৰেছে ভাৰতবাসীৱা। শিক্ষা দীক্ষায় উজ্জ্বল থাকে উজ্জ্বলত হয়েছো।

হয়েছে। সেখান থেকেও কাৰবাৰ কৰতে থাকে বহুবাজাৰেৰ গহণাৰ কাৰবাৱিৱ। কলকাতাৰ কফি হাউস

কলকাতাৰ কফি হাউস বলতে কলেজ স্ট্ৰিট পাড়াৰ কফি হাউসেৰ কথা মনে কৰা হয়ে থাকে। এই কফি হাউসেৰ আগেকাৰ নাম ছিল অ্যালবাৰ্ট হল। এখানে আগে নাটক এবং থিয়েটাৰ হতো। এই অ্যালবাৰ্ট হলই এক সময়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজেৰ প্ৰথম মেডিকেল ক্লাস শুৰু হয়েছিল। তাৰপৰে এই মেডিকেল ক্লাস শুৰু হয়েছিল সংস্কৃত কলেজে। এক সময়ে বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্ৰ পড়াৱাৰে ব্যৱস্থা কৰা হয়েছিল। তখন বাংলায় মেডিকেল ছাত্ৰদেৱ ভৰ্তি কৰানোৰ পৰীক্ষক ছিলেৱ বিদ্যাসাগৰ মহাশয়। এই কলেজেৰ ছাত্ৰ ছিলেৱ মধুসূদন গুপ্ত। তিনি প্ৰথম শবব্যবচ্ছেদ কৰেছিলেৱ মেডিকেল কলেগতে এনাটমি বিভাগে। কফি হাউস যখন অ্যালবাৰ্ট হলে নাম পৰিচিত ছিল সেই সময়ে বড় সভা এখানে হয়েছিল। কবি নজৰুলকে সম্বৰ্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সেই সভাৰ সভাপতিত্ব কৰে ছিলেৱ আচাৰ্ প্ৰফুল্ল চান্দ ৱায়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেৱ সভায় চ্দ্ৰ বোস। এখানে ভগিনী নিবেদিতা এসেছিলেৱ। এই আলবাৰ্ট হলেৰ প্ৰাঙ্গন থেকে তৈৰি হয়েছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন। ৱাষ্টগুৰু সূৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে উপস্থিত থেকে তাঁৰ বক্তব্য গান কৰেছিলেৱ। কলকাতাৰ কফি হাউসে এসেছিলেৱ কলকাতাৰ বিখ্যাত গায়ক মামা দে। তিনি কফি হাউসকে নিয়ে একটি গান গেয়েছিলেৱ যা আজও কপি হাউসেৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তা শুনতে পাওয়া যায়। কলকাতায় এখন বেশ কয়েকটি কফি হাউস তৈৰি হয়েছে। এসপ্লানেডে কফি হাউস ৱয়েছে। লেখক ৪শঙ্কৰলাল কৰ্মকাৰ, কলকাতা।

পাঁচ কেজি ওজনের রূপোর মুকুট কাজলকে



দূরন্ত বার্তা, নানুর, ১ জানুয়ারি : আগে অনুরত মণ্ডলকে রূপোর মুকুট, রূপোর তারায়াল, রূপোর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তি ! প্রভৃতি উপহার দেওয়ার নজির আছে এই মেলায়। এবার অশশ্য উল্টো। পুরান! নানুরের মিলন মেলায় উল্লেখ্যনী অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ কেজি ওজনের রূপোর মুকুট পরানো হল বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল পরিশের। যা নিয়ে রীতিরতো শোরগোল পড়ে গেছে। এবার তৃণমূল- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নানুরের বাসাপাড়া মিলন মেলায় অনুপস্থিত অনুরত। মেলায় সূচনা করলেন কাজল

শেখ। প্রসঙ্গত, নানুরের বাসাপাায়া মিলন মেলায় মাঠ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। একাধিক মানুষের জমি দখল করে গড়ে উঠেছে এই মেলায় মাঠ। তাই অন্য মাঠে বসলে মিলন মেলায় আসর। ১ জানুয়ারি তৃণমূল- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিও বছর এই দিন নানুরের বাসাপাড়ায়া একটি মেলায় আয়োজন করা হয়। সেই মত এদিন থেকে শুরু হল মিলন মেলা। ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে মেলাটি। তবে প্রতি বছর মেলায় আয়োজনের কাজ এসেছে তৎকালীন বীরভূম জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল

করিম খান। যিনি অনুরত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। প্রসঙ্গত, এই মিলন মেলায় মাঠ। অর্থাৎ বাসাপাড়ার মেলায় মাঠটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অভিযোগ, মেলায় মাঠটি কার্যত স্থানীয় লোকজনের থেকে বলপূর্বক লিথিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই মর্মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ হয়েছে। এখনও এই বিষয়টি প্রশাসনিক তদন্তের মধ্যে আছে। আর এই অভিযোগের ফলে অনুরত ঘনিষ্ঠ আব্দুল করিম খানকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট যেমনি দলা। তাই এবার পার্শ্ববর্তী মাঠে বসল মিলন মেলায় আসর আগে যে মাঠে মিলন মেলা হতো, তানিয়ে বিতর্ক থাকায় এবার বাসা পাড়ার অন্য মাঠে এদিন নানুর রক্ত তৃণমূল- কংগ্রেসের উদ্যোগে শুরু হল মিলন মেলা। আগে প্রতি বছর মেলায় আয়োজন করে এসেছে তকালীন বীরভূম জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল করিম খান। এবার তিনি আর নেতৃত্বে নেই।

এবার এই মেলায় দখল নিয়েছে কাজল শিবির। তাই এই মেলায় নেপথ্যে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ। উল্লেখ্য, মেলায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ ছিল দলের জেলা সভাপতি অনুরত মণ্ডলের। কিন্তু, তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এবার মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক কে প্রায় ৫ কেজি রূপোর রাজ মুকুট পরানো হল অনুরতর যুগ্মদান হিসাবে পরিচিত কাজল শেখকে। রূপোর ঐ মুকুট থুপসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কমী সমর্থকরা কাজল শেখের মাথায় পড়িয়ে দেন। কিন্তু এই বছর প্রথম থেকেই কে এই উপহার পাবেন তা নিয়ে কৌতূহল ছিল। অবশেষে কাজল শেখের মাথায় রূপোর মুকুট যেতেই সেই জল্পনার অবসান ঘটলো। যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল জেলার রাজনৈতিক মহলে। কানন, এর আগে একাধিকবার এই মিলন মেলায় উদ্বোধনে অনুরত মণ্ডলকে রূপোে রূপোর মুকুট, কখনও কখনো তরায়াল উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এবার অনুরত বীরভূম জেলায় উপস্থিত

থাকা সত্ত্বেও রূপোর রাজ মুকুট পরলেন কাজল শেখ। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, মিলন মেলা মিলন ক্ষেত্র। ৭ দিন ধরে সবাই আনন্দ উপভোগ করবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। দলের ছেলেরা ভালোবেসে কিছু উপহার দিয়েছে। ২০২১ সালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুরতকে মেলা কমিটির তরফে একটি রূপোর মুকুট উপহার দেওয়া হয়েছে। সেটি জেলা সভাপতির মাথায় পড়িয়ে দেন পঞ্চায়েত কর্মাধ্যক্ষ করিম খান। ২০২২ সালে রূপোর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি দেওয়া হয় অনুরত কে। কিন্তু তারপরেই দীর্ঘ আড়াই বছর অনুরত জেল বন্দি থেকেছেন। এই মেলায় নিয়ন্ত্রণ চলে যায় কাজল শেখের হাতে। এখন অনুরত দলের জেলা সভাপতি। তবুও অনুরত গড়ে রূপোর রাজমুকুট উড়ল কাজল শেখের মাথায় । ফলত এই নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও এই নিয়ে কেউ মুখ খুলতে নারাজ।

সাড়স্বরে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১ জানুয়ারি : একদিকে নতুন বছরের প্রথম দিন আর একই দিনে আবার তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস । রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায় পালিত হচ্ছে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস। আজ পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেও পশ্চিম মেদকড়া এলাকায় পালিত হল দলের প্রতিষ্ঠা দিবস, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৃজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে প্রায় হাজার হাজার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হয়। এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রায় আড়াই হাজার দুঃস্থ মানুষের হাতে মশারি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিন সভামঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃত্ব্বরা উপস্থিত ছিলেন। বর্ণাঢ্য ধামস্য মাদল এর মাধ্য দিয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রতিষ্ঠা দিবসের সূচনা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন পাঁশকুড়া শহরের তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব সহ কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। সৃজিত রায় জানান, দলের নির্দেশ মতো বিভিন্ন কর্মসূচি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দেন। এক প্রকার ২০২৬ এর বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে কর্মী সমর্থক কে নিয়ে বাঁপিয়ে পড়তে চলেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব্ব। গত গ্রাম পঞ্চায়েত ভোট এবং লোকসভা ভোটে যে সমস্ত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে সেই সব এলাকায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্ব্ব। অন্যদিকে, আজকে দলের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস এ দলের পতাকা উত্তোলন করলেন শিলিগুড়ির জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। আজকে নিজেদের দলীয় অধিনে পতাকা উত্তোলন করে জেলা সভাপতি জানালেন, নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা সবার জন্য। আজকে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আটাঁশ বছরে অনেক লড়াই করে দলকে একটা শক্ত জায়গায় নিয়ে এসেছেন, আর আমরা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের আজকে সবাই কে, এক হয়ে কাজ করতে হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির পুরুষ এবং মহিলা নেতৃত্ব্ব। শিলিগুড়ির সব জায়গায় দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সব ওয়ার্ডে কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ড সভাপতি দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়।

ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে বিভেদ ভুলে কাজ করার আহ্বান

দূরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১ জানুয়ারি : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বিভেদ ভুলে কাজ করার আহ্বান জানালেন কঞ্চালীতলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহম্মদ ওহিদউদ্দিন (শেখ মামন) তথা অঞ্চল সভাপতি। বৃথারার সন্ধ্যায় বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে লায়েকবাজার তৃণমূল কার্যালয়ে সাবাদিক বৈঠক করেন শান্তিনিকেতনের কঞ্চালীতলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহম্মদ ওহিদউদ্দিন (শেখ মামন)। মহম্মদ ওহিদউদ্দিন সাংঘাতিক বৈঠক করে বলেন, আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে দুজনরা। পঞ্চায়েতে ঢুকতে পারছি না। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনতে জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্যদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি। পরে দলীয় স্তরে বিষয়টি জানাবো। অঞ্চল সভাপতি পদ থেকে অপসারন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাকে দলীয় স্তরে কেউ মৌখিক কিংবা লিখিত ভাবে কেউ কিছুই জানায়নি। সম্প্রতি জেলার বৈঠকে অঞ্চল সভাপতি হিসাবে ডাকা হয়েছিল এবং সেখানে উপস্থিত ছিলাম। উল্লেখ্য, অনুরত মণ্ডলের অনুগত মহম্মদ ওহিদউদ্দিন কাজল ঘনিষ্ঠদের মনপূত না হওয়ায়, কাজল সেখ এবং নানুর বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝির উপস্থিতিতে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে মহম্মদ ওহিদউদ্দিনকে অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে অপসারনের কথা বলা হয়। যদিও একইভাবে, কিছু ব্যক্তির জুলুমের বিষয়টি কোনো অজানা কারণে জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ এড়িয়ে যাচ্ছেন।

‘ কি বাড়ি ফেরত পাব না?’, ছেলেকে নিয়ে রাস্তায় বসে বৃদ্ধা

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : বৃদ্ধার জমি ও বাড়ি দখল করে বসে রয়েছেন ভাড়াটিয়ারা। মুখ ফিরিয়েছে পুলিশ। নিজের বাড়ি ফিরে পেতে শেষ পর্যন্ত অবস্থানে বসেছেন অস্বীতিপর বৃদ্ধা। রাস্তার ধারে প্রকাট হাতে বসে রয়েছেন তিনি। শিলিগুারি ঘটনা। বৃদ্ধার নাম যুথিকা বিশ্বাস। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের গা ঘেঁষে থাকা টিকনিকাটা এলাকায় তিনকাটা জমির ওপর একটি বাড়ি রয়েছে বৃদ্ধা যুথিকা বিশ্বাসের। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি বাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন। বৃদ্ধার দাবি, গত কয়েক মাস ধরে ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছেন তিনি, অথচ



ছাড়ছেন না তিনি। অভিযোগ, বৃদ্ধার বাড়ি কার্যত দখল হওয়ার পথে। ওই বৃদ্ধার ছেলে সঞ্জীব বিশ্বাস জানান, এই নিয়ে স্থানীয় মেডিক্যাল পুলিশ ফাঁটিে গিয়েছিলেন তারা। কিন্তু পুলিশ অভিযোগ যেমনি বলে দাবি করেন তিনি। সঞ্জীব বিশ্বাসের দাবি, বিষয়টা মিটিয়ে নিতে বলা হয়েছিল তাঁদের। এরপর মাটিগাড়া থানায় যান তারা। সেখানেও অভিযোগ নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, বাধ্য হয়ে পুলিশ কমিশনারেটে গিয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু পুলিশ তদন্ত করছে না। ফলে নিজেদের জমি ও বাড়ি ফিরে পেতে ধরনায় বসেছি। টিকনিকাটা এলাকায় ওই বাড়িতে গেলেও ভাড়াটিয়া মুক্তি সাধার দেখা মেলেনি। তাঁর স্ত্রী জানান, আজ, বৃহস্পতিবার কথা বললেন তিনি। তবে আজ নয়। ওই মহিলা আরও বলেন, মার্চে ছেলের পরীক্ষা। তারপর বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রায় ৪০ হাজার ভক্ত সমাগম, বছরের প্রথম দিনেই দর্শনার্থীদের ঢল নামল তারাপীঠ মন্দির-চত্বরে

দূরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ১ জানুয়ারি : বাংলার নববর্ষ অথবা ইরেজি নববর্ষ। মায়ের পূজো দিয়ে বছর শুরু করেন সকলে। সেইমতো বুধবার দর্শনার্থীদের ঢল নামল তারাপীঠ মন্দির-চত্বরে। বুধবার ভোর থেকেই পুণ্যাধীনের ভিড় জমতে থাকে মন্দিরে। বেলা বাড়ার সঙ্গে ভিড় আরও বাড়তে থাকে। ভিড় সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় এদিন। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকেই তারাপীঠ মন্দিরের পূজো দেওয়ার জন্য মন্দির-চত্বরে ভিড় জমাতে থাকেন পুণ্যাধীরা। রাজ্য ভোে বটেই, ডিন রাজ্য থেকেও বহু মানুষ আসছেন পূণ্য অর্জনের জন্য। ইরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার ভক্তের সমাগম ঘটল তারাপীঠ মন্দির চত্বরে। সুদূরভাবে সজিয়ে তোলা হয়েছে তারাপীঠ মন্দির চত্বর। ভোর বেলায় মাকে স্নান করিয়ে রাজ্যরাজেশ্বরী বেশে সাজিয়ে হয় মঙ্গল আরাতি। মঙ্গল আরাতির পরে শুরু হয় মায়ের পূজো। আজ দিনভর বিশেষ পূজার পাশাপাশি দুপুর থেকে বিশেষ অন্নভোগ নিবেদন করা হবে। পাঁচ রকম সবজি, পাঁচ রকম মিষ্টি, খিচুড়ি, পোলাও, সাপা ভাত, মাছের মাথা, শোল মাছ পোড়া এবং কারণ-সহযোগে এই ভোগ নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যারতি। সন্ধ্যা আরাতির পর মাকে ফের বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয়। যেখানে ছিল লুচি, সুজি, মিষ্টি, পায়সে। মন্দিরে আসা এক পুণ্যাধী বলেন, প্রত্যেক বছরই আমরা বছরের শুক্লর দিনটা মায়ের পূজো দিতে আসি। এবছর এসে ভালোই লাগছে। এ বছর যথেষ্ট ভিড় হয়েছে। তবে মন্দিরের নতুন নিয়মে চালু হওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হয়েছে তাঁদের। পূজো দিতে গিয়ে অনেকটা কম সময় লাগল। আরেক পর্যটক বলেন, আমরা প্রাধান্য ধরতেই বেরিয়েছিলাম। যাওয়ার পথে মন্দির দর্শন করে গেলাম। বহু বছর আগে তারাপীঠ মন্দিরে এসেছিলাম। এখন ব্যবস্থাপনা আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে।



জেনারেল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মন্দির কমিটি। প্রসঙ্গত, তারাপীঠের মা তারার মন্দিরে নতুন নিয়ম চালু হয়েছিল পৌষ মাসের একবারে প্রথম দিন থেকেই। মন্দিরে মোবাইল নিয়ে প্রবেশে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সম্প্রতি তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেবাহিতদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেন জেলাশাসক। সেই বৈঠকে মন্দিরের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। কী কী সিদ্ধান্ত? মন্দির নির্দিষ্ট সময়ে খুলতে ও বন্ধ করতে হবে। মা তারার মন্দিরে নির্দিষ্ট সময়ে ভোগ নিবেদন বাধ্যতামূলক। পূজার জন্য মাত্র দু’টি লাইন রাখা হবে-- একটি সাধারণ লাইন, একটি বিশেষ লাইন। সাধারণ লাইন এক ঘণ্টা আগে খোলা হবে, তারপূর বিশেষ লাইন চালু হবে। এছাড়াও নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মন্দিরের গর্দগ্গেহে গোলাপজল, আলতা দেওয়া যাবে না। ভক্তরা মায়ের চরণ স্পর্শ করতে পারবেন না বা মূর্তিকে জড়িয়ে ধরতে পারবেন। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, এই নিয়মগুলি মন্দিরের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, ভক্তদের সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, তাতে কাজ হয়েছে।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে কঞ্চল বিতরণে অঘটন! ইট পড়ে আহত ৫ মহিলা-সহ ৭

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জানুয়ারি : তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কবল বিতরণ ও খিচুড়ি খাওয়াক কেন্দ্র করে কঞ্চল কাণ্ড মালদা। প্রাথমিক স্কুলের মাঠে সাজিয়ে রাখা ইট চাপা পড়ে আহত ৭ জন। তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা বয়ে জানা গেছে। অনেকজন এক সঙ্গে চলে আসায় এই কাণ্ড ঘটেছে বলেই অনুমান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তুলসীহাটায় তৃণমূল ব্লক নেতৃত্বের তরফে এলাকা ও আশেপাশের গরিব মানুষের মধ্যে

কঞ্চল বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতো তুলসীহাটা হাই স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রায় দেড় হাজার দুঃস্থদের কঞ্চল বিতরণ করা হবে ঠিক ছিল। কিন্তু একসঙ্গে অনেক লোক চলে আসায় বিপত্তি বাড়ে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। হঠাৎ হুড়োহুড়ি বাধে। স্কুল মাঠে দেওয়ালের মতো করে খরে খরে ইট সাজানো ছিল। ধাক্কাধাকির সময় সেই আলগা ইট পড়ে যায়। তাতেই জখম হন পাঁচ মহিলা-সহ ৭ জন। আহতদের উদ্ধার করে

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের পাশে রয়েছেন স্থানীয় তৃণমূলের নেতারা। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে আসানসোল পুরসভায় প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রী তথা বিজেপি কাউন্সিলর চেতালী তিওয়ারী কঞ্চল বিতরণের অনুষ্ঠান করেন। সেখানেও ভিড় হয়েছিল। হঠাৎ হুড়োহুড়িতে পরপিল্পি হয়ে মারা যান তিওয়ারী। তাদের মধ্যে ছিল এক শিশুও। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

ভারতে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বাড়ছে, শনাক্ত করতে দিল্লি পুলিশের ‘সেল’

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বাড়ছে। আর এই অবস্থায় দিল্লি পুলিশ নতুন করে ফিরিয়ে আনল ‘সেল’। দুদশক আগে প্রথমবার যে সেলের জন্ম হয়েছিল। বাংলাদেশ সেল কী? নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে দিল্লির প্রতিটি পুলিশ জেলায় এই ধরনের সেল তৈরি করা হয়েছিল। যার প্রাথমিক লক্ষ্যই ছিল দিল্লিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী শনাক্ত করা। এতদিন পরে ফের সেই সেলকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা দিল্লির মতো মহারাস্ট্রেও একাধিক অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী ধরা পড়ছে।

তাঁদের কাছেও জাল নথি মিলেছে বলেও খবর। দিল্লি পুলিশ সত্বে জানা গিয়েছে, অবৈধ অভিবাসী বাড়ছে। আর এই অবস্থায় দিল্লি বেশি বাংলাদেশিকে সে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে অবৈধ অভিবাসী নিয়ে সম্প্রতি একটি নির্দেশিকা জারি করে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সচিবালয়। এরপর বাংলাদেশিদের খুঁজে বের করতে স্থানীয় থানাগুলির পুলিশকর্মী এবং অন্য আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। একেবারে সেলে থাকেন পাঁচ থেকে দশজন পুলিশকর্মী। প্রত্যেকেরই বাংলা ভাষায় দক্ষতা রয়েছে। সেই

সেলের নেতৃত্বে একজন করে পুলিশ ইনস্পেক্টর ও সাব-ইনস্পেক্টর। আর সেজন্য অসমীয়া-বাংলালি পুলিশের মধ্যে নিয়মিত সংযোগ রয়েছে। এই সেলের কাজই যে সব অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী থাকার সম্ভাবনা সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশা। আর সেভাবেই হাঁড়ির হাল বের করা। আপাতত এই সেলের সদস্যরা দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে রীতিমতো মিশে গিয়ে তাঁদের কাজ করে চলেছেন বলেই খবর। এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে প্রায় ১৭৫ জন বাংলাদেশিকে অবৈধ অভিবাসী সন্দেহে চিহ্নিত করেছেন পুলিশ। তাঁদেরকেও ওপারে ফেরানোর চেষ্টা হবে।

নিউ দিঘার হোটেল থেকে মহিলা পর্যটকের দেহ উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা, দিঘা, ১ জানুয়ারি : বর্ষবর্ষের আনন্দের মাঝে মর্মান্তিক ঘটনা।। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য। তদন্তে দিঘা থানার পুলিশ। ময়নাতত্ত্বের জন্য দেহ নিয়ে যাওয়া হয় কাঁথি হাসপাতালো। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম প্রীতি কাউর (১৯)। তিনি আসানসোলের উত্তর নারায়ণপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রীতি গত পরশু অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর নিউ দিঘায় স্বামীর সঙ্গে ঘুরতে যান। হোটেলের কর্মীরা জানাচ্ছেন, বর্ষশেষের রাতেও স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে মিলে হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন। রাতে ফিরেও আসেন। প্রাথমিক অনুমান, গত রাতে স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধের জেরেই আত্মহত্যা হয়েছেন প্রীতি। সকালে ঘটনার পর নিউ দিঘার হোটেল থেকে প্রীতির রুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। হোটেলের তরফেই থানায় জানানো হয়। পুলিশ গিয়ে হোটেলের রুম থেকে দেহ উদ্ধার করে। দিঘা রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ কাঁথি মহকু মা হাসপাতালে ময়নাতত্ত্বের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। কী কারণে এই ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পিকনিকে প্রশাসনিক নির্দেশ

দূরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১ জানুয়ারি : ১ জানুয়ারি বুধবার নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের আকালীপুর নতুন বছর উপলক্ষ্যে বহু প্রাচীন মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত গুহাকালী মন্দিরে সকাল থেকেই পূজো দেওয়ার ভিড় ও পিকনিকে মেতেছে এলাকাবাসী। তাদের পাশাপাশি বাইরে থেকে আসা বহু পর্যটকরা। আগে থেকেই হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে বীরভূম জেলা পুলিশ ও নলহাটি থানার পুলিশের উদ্যোগে ওই পিকনিক স্পটে কোন ডিজে বন্ধ বাজানো যাবে না বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সেই জন্য এবার কোন পিকনিক স্পটে ডিজে বাজ় ব্যবহার হচ্ছে না। এতে খুশি এলাকাবাসী , ব্যাসাধী থেকে মন্দির কর্তৃপক্ষরা। নতুন বছর উপলক্ষ্যে বসেছে ছোট মেলা। পিকনিক ও পূজো দিতে আসা পর্যটকদের মন্দির চত্বরে কোন অসুবিধার সম্ভূদ্বীন না হয় ও কোন অপ্রীতিভার ঘটনা যাত না ঘটে তার জন্য নলহাটি থানার লোহাপুর ক্যাম্পের পক্ষ থেকে প্রচুর পুলিশ ও সিভিক হলেন্টিয়ার্স মোতায়েন করা হয়েছে।

কলকাতার পর্যটকের মৃত্যু ডুয়ার্সে

দূরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো ডুয়ার্স। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে মৃত্যু হল এক পর্যটকের। প্রসঙ্গত জানা গেছে কলকাতার বেহালা নিবাসী পলি জানা (৪৬) পরিবার নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন ডুয়ার্সে। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের বাতাবারি সংলগ্ন একটি আবাসে তারা উ ঠেই ছিলেন। পর্যটকদের ওই দলটি সম্প্রতি সিকিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সিকিম থেকে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই মহিলা। মঙ্গলবার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে উন্নত ওই মহিলাকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তৎক্ষণাত তাকে ভর্তি করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করেন। বুধবার সকালে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই মহিলার। মৃত্যুর খবর পেয়েই কান্নায় ডেঙে পড়েন পরিবারের সদস্য সহ পরিজনেরা। পর্যটক দলটির অন্য সদস্যরাও হাসপাতালে ছুটে আসেন। তবে দলটির কোনো সদস্যই কোনো মন্তব্য করতে চাননি। সূত্র মালফত জানা গেছে ওই মহিলার উচ্চ শরীরে জমিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। পরবর্তীতে যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে হাসপাতাল থেকে স্থানীয় অ্যাম্বুলসে করে ওই মহিলার মৃতদেহ কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্ষবর্ষের প্রথম দিনে মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে ডুয়ার্সের পর্যটকদের মধ্যে।

‘সিন্দুর আন্দোলন লোকাল’ ট্রেন আজ থেকে বন্ধ হয়ে গেল

দূরন্ত বার্তা, সিদ্ধুর, ১ জানুয়ারি : ‘সিন্দুর আন্দোলন’ কতটা ভালো বা খারাপ ছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু সেই আন্দোলকে স্মরণে রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৯ সালে চালু করেছিলেন ‘সিন্দুর আন্দোলন লোকাল’। পূর্ব রেলের এক ঘোষণা অনুযায়ী আজ, ১



জানুয়ারি থেকে বন্ধ হয়ে গেলো সেই ট্রেন। বসে নেই তৃণমূল। বোচারম মামার নেতৃত্বে এর প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে আন্দোলন। আচমকা সেই ট্রেন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় রেল। আর তাতেই আপত্তি সিদ্ধুবাসীর। বোচারম মামা বলেন, এই ট্রেন সিদ্ধুবাসীর আরেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বহু মানুষ এই ট্রেনের জন্য উপকৃত হন, এই ট্রেন পুনরায় চালু করার দাবি জানাচ্ছি। রেল না মানলে, বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, তাদের প্রতিবাদ আন্দোলন চলবে। কিন্তু অন্য কোনো ট্রেন তারা বন্ধ করবে না। ভৌগোলিকভাবে সিদ্ধুরের অবস্থান এমন জায়গার, যে স্টেশন দিয়ে ৫২ টি গ্রামের মানুষ বাতায়াত করে। ফলে ওই লোকাল ট্রেনে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন বলেই জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী। তবে রেল সূত্রে খবর নিয়মিত যাত্রী না হওয়ায় ওই ট্রেন চালিয়ে রেলের অনেক ক্ষতি হচ্ছিল। মন্ত্রীর দাবি, পূর্ব রেল চক্রান্ত করে বন্ধ করেছে। তবে বিক্ষোভ দেখালোও কোনও ট্রেন যাতে না আটকায়, তা নিশ্চিত করেছেন বোচারম মামা। এখন দেখার এই আন্দোলনের ফলে পূর্বরেল আবার ওই ট্রেন চালু করে কিনা।

বিজেপি দল দেখে বিরক্তি, ময়ূরেশ্বর ব্লকে ৩০ পরিবার তৃণমূলে যোগদান

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১ জানুয়ারি : বিজেপি দল দেখে বিরক্তি ও ঘৃণার কারণেই দলত্যাগ বলে মন্তব্য করলেন ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রমদ রায়। বুধবার সকালেই কলেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন ৩০টি পরিবার, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিজেপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রার্থী তনুশ্রী বাগদী। পঞ্চায়েত নির্বাচনে পদ্মফুল চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তনুশ্রী বাগদী এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদান পর্বেটি সম্পন্ন হয় কলেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে, যেখানে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে দলে স্বাগত জানানো হয়। প্রমদ রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, বিজেপি দল দেখে মানুষ বিরক্ত ও হতাশ। তনুশ্রী বাগদীও সেই বিরক্তি থেকেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। বিজেপি কেবল দাবিভাজনের রাজনীতি করে, যা মানুষ আর মেনে নিচ্ছেন না। তৃণমূলের বাড়া অনুযায়ী, বিজেপি থেকে এই যোগদান পর্বে প্রায় ৩০টি পরিবার তৃণমূলে এসেছে, যা ব্লকে তৃণমূলের শক্তি আরও বৃদ্ধি করবে। তবে এই যোগদান প্রসঙ্গে বিজেপির রাজা সহ-সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল জানান, আবাস যোজনার বাড়ি পাওয়ার জন্যই তনুশ্রী বাগদী তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে ভয় দেখিয়ে দলবন্ডে বাধ্য করছে। এই যোগদান নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এলাকায়। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি উন্নয়ন, অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ সুযোগসন্ধানী রাজনীতি।

পাসপোর্ট জালিয়াতিতে নদীয়া থেকে ধৃত আরও এক

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ জানুয়ারি : পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে পুলিশ হেজাঙতে আরও এক। নতুন বছরের প্রথম দিনেই নদীয়ার মদনপুর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। এদিন বুধবারই তাঁকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে। ধৃতের বাড়ি থেকে প্রচুর নথিও উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম ধীরেন ঘোষ। বয়স ৪৮ বছর। নদীয়ার চাকদহ থানা এলাকায় মদনপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। ইতিপূর্বে পাসপোর্ট কাণ্ডের চাই মনোজ গুপ্তাকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। তাঁকে জেরা করেই ধীরেনের শোঁজ মেলে। গোপন সূত্রে খোঁজখবর করে পরলা জানুয়ারি নদীয়ার বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। তাল্লাশির পর ধীরেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিনই কলকাতায় নিয়ে আসা হয় তাকে। আদালতে তোলা হবে তাকে। প্রসঙ্গত, হেহালায় ট্রাভেল এজেন্সির আড়ালে জাল পাসপোর্ট তৈরির পাশাপাশি মোটা টাকার বিনিময়ে চলত নকল আধার তৈরির কারবারও। আর সেই কারবারের মাথাকে চাঁদপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। পাসপোর্ট কাণ্ডে সেটা সপ্তম গ্রেপ্তারী। ধৃতকে জেরা করেই নদীয়ার ধীরেনের খোঁজ মেলে। এটা অষ্টম গ্রেপ্তারী। তাকে জেরা করে চক্রের আরও গভীরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

বিদেশি ডলার পাইয়ে দেওয়ার লোভে প্রতারিত, গ্রেফতার দুই ব্যক্তি

দূরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ১ জানুয়ারি : টাকার বিনিময়ে বিদেশি মুদ্রা পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বীজপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল রাজু বিশ্বাস ও আফতাব করাদি। রাজুর বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরগুদে এবং আফতাবের বাড়ি বেলালপুর। পুলিশ যত্নে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার মদনপুরে বাড়ি মণ্ডল বাজার এলাকায় নদীয়া জেলার তাঁত শিল্পী আকবর শেখকে বিদেশি মুদ্রা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ডেকে পাঠানো হয়। এক লাখ টাকার বিনিময়ে তাঁকে সউদি আরবের একটি মুদ্রা ও টিনের কয়েন দিয়ে এলাকা ছাড়ানো হয়। কিছুক্ষণ পরে আকবর শেখ বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন এবং বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে নগদ ৪৮ হাজার টাকা, টিনের কয়েন তৈরির কাঁচি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পুলিশের কাছে অভিযুক্তদের কাছে থাকা সামগ্রী ও উদ্ধারকৃত টাকা তাদের প্রতারণার অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ। পুলিশ বর্তমানে এই চক্রের অন্য কোনো সদস্যের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে এবং ধৃতদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ! কেরলে শিক্ষককে ১১১ বছরের সাজা

কেরল, ১ জানুয়ারি : কেরলে নাবালিকা ছাত্রীকে বাড়িতে ডেকে ধর্ষণের অভিযোগে নজিরবিহীন সাজা হল এক গৃহশিক্ষকের। ১১১ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি জরিমানা হয়েছে অভিযুক্তের। অনাদায়ে কারাদণ্ডের মোয়াদ আরও বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে আদালত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূল ঘটনাটি ২০১৯ সালের তিক্তঅনন্তপুরমের। একদশ শ্রেণির ছাত্রীকে বিশেষ ক্লাসের নামে বাড়িতে ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে টিউশন শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এমনকী অভিযুক্ত ধর্ষণের ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন নিজের মোবাইলে। টিউশন দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি চাকুরে অভিযুক্ত। ওই ঘটনার পর ছাত্রী টিউশনে যাওয়া বন্ধ করলে তার ছবি এবং ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে দেন অভিযুক্ত। যা ভাইরাল হয়ে যায়। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ পেয়ে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের কথা জানতে পেরে অভিযুক্তের স্ত্রী আত্মহত্যা হন। পাঁচ বছর ধরে এই মামলার সুনামি চলে। শেষ পর্যন্ত তিক্তঅনন্তপুরমের ফাস্ট ট্র্যাক আদালত অভিযুক্তকে দেহাী সাবাস্ত করে। ১১১ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি অভিযুক্তকে ১.০৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে বলা হয়েছে। অনাদায়ে বাড়িতে সাজার মোয়াদ।

টলি-বলি

‘জংলি’ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন যৌথভাবে কলকাতার সুকৃতি সাহা ও মেহেদী হাসান

চলচ্চিত্রে সিয়াম ছয় বছর খাবি করেছেন। এ সময়ে ১৪টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। ২০২৩ সালে এই তারকার সবশেষ ছবি ‘মুজিব একটি জাতির রূপকার’ মুক্তি পায়। এরপর আর তাকে কোনো চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি। গত বছর চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি। গত বছর মুক্তির কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তবে এ বছর ছবিটা মুক্তি পাবে, এমনটাই নিশ্চিত করেছেন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও পরিচালক। এদিকে সিয়াম জানিয়েছেন, ছবির চরিত্র হয়ে উঠতে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। চরিত্রটি নিজের ভিষণ ভালোবাসার বশেই এমন ভাগ্য স্বীকার করেছেন বলেও জানান এই তারকা। ২০২৪ সালের শুরুতে শুটিং শুরু হয় এন রাহিম পরিচালিত ‘জংলি’ ছবির। গত বছর প্রেক্ষাগৃহে যখন ঈদুল



ফিতরের ছবি নিয়ে মাতামাতি, টিক তখনই ছবিটির ফার্স্ট লুক পোস্টার

আসে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে তখনই জানানো হয়, সিয়াম

অভিনীত ছবিটি ঈদুল আজহায় মুক্তি পাবে। শেষ পর্যন্ত শুটিং শেষ করতে না পারায় ছবিটি মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। বছর শেষ হয়ে এলেও মুক্তির কোনো খবর দিতে পারেননি এই ছবি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তারা। এদিকে পরিচালক এম রাহিম সূত্রে জানা গেছে, শিগগিরই ছবিটি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হবে। চমকের মাধ্যমে সেই ঘোষণা করতে চান পরিচালক।

এ ছবিতে সিয়ামের বিপরীতে অভিনয় করেছেন শরম্ন বুবলী ও প্রার্থনা ফারদিন দীখি। ‘জংলি’ ছবির গল্প লিখেছেন আজাদ খান, চিত্রনাট্য করেছেন যৌথভাবে কলকাতার সুকৃতি সাহা ও মেহেদী হাসান। ছবিতে নিজের চরিত্রটি প্রসঙ্গে সিয়াম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘অভিনেতাদের জীবনে মাঝে মাঝে এমন চরিত্র আসে, যার কারণে সে

নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিতে রাজি হয়ে যায়। “জংলি আমার জীবনে তেমনই এক চরিত্র হয়ে এসেছে এ বছর। হয়তো চুল-দাড়ি কাটিনি। এক বছর চরিত্রটাকে আগলে ধরে রেখেছি। কারণ, চরিত্রটাকে যাপন করতে চেয়েছি, দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দিতে চেয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি, বাকিটা দর্শকের হাতে।’ফেলে আসা বছর প্রসঙ্গে গতকাল ৩১ ডিসেম্বর সিয়াম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘এ বছরের সবটুকু যার নামে করে দিয়েছি, সেই “জংলি নিয়ে আসছি আগামী বছর। আপনারা সিনেমা হলে আসবেন, আমাদের গোট্টা টিমের প্রচণ্ড ভালোবাসা ও কষ্টের “জংলি দেখবেন সিনেমা হলে বসে, এটাই আমার কামনা।’

৫ কোটি ভিউ, ‘কিশোরী’ শুনে কী বলছেন শ্রোতারা



‘খাদান’ সিনেমা মুক্তিরও প্রায় দুই সপ্তাহ আগে প্রকাশিত হয়েছে ‘কিশোরী’ গানটি প্রকাশের পর শ্রোতাদের মধ্যে সাদা ফেলেছে। গত ৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত গানটিতে ‘লিপ সিং’ করেছেন টলিগঞ্জের অভিনেতা দেব ও ইধিকা পালা। ‘কিশোরী’ গেয়েছেন রথিজিং ভট্টাচার্য ও অন্তরা মিত্র। সুর করেছেন করেছেন রথিজিং। কথা লিখেছেন স্বতম সেনা। মুক্তির চার সপ্তাহের ব্যবধানে সুবিশ্বের ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলে পাঁচ কোটির বেশিরবাবর দেখা হয়েছে। ইউটিউবের বাইরে ইনস্টাগ্রামেও ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে গানটি। ইউটিউবে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩১ হাজারের বেশি মন্তব্য জমা পড়েছে। সুদীপ্ত নামের এক শ্রোতা লিখেছেন,

‘প্রেমের জোয়ারে দুকূল ভেসেছে’ এই একটা লাইনের জন্য গানটি হিট হয়ে গেল।’ আরেক শ্রোতা লিখেছেন, ‘গানটা নেশায় পরিণত হয়ে গেল।’ গানে দেব ও ইধিকার রসায়নের প্রশংসা করছেন কেউ কেউ। জেসমিন আজার নামের আরেক শ্রোতা লিখেছেন, ‘দেব ও ইধিকা দুজনই তাঁদের বেস্টটা দিয়েছেন। এ জন্যই আমরা এত সুন্দর একটি গান পেয়েছি।’ ‘খাদান’ ছবিটি ২০ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেব ও শিশু। আরও আছেন অনিবার্ণ চক্রবর্তী, বরখা বিস্তু, ইধিকা পাল, মেহা বসু, জন নামের এক শ্রোতা লিখেছেন,



বুধবার ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই উপলক্ষে কাকদীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অপুষ্টিকর শিশু ও সমস্ত রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ এবং তাদের শারীরিক খোঁজ খবর সহ এবং তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কাকদীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্সুরাম পাথির।

ভুসবল ও গুয়াহাটির মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ভারত গৌরব ট্রেন কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচিতে সংশোধন

মালিগাঁও, ০১ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব ভারতে পর্যটন প্রচারের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে ভুসবল ও গুয়াহাটির মধ্যে ভারত গৌরব ট্রেন চালানো হবে। ট্রেন নং. ০০১৩১ ০১ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের ০৮.০০ ঘট্টায় ভুসবল থেকে যাত্রা শুরু করে ৩ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের ০৭.৩০ ঘট্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফের যাত্রার সময় ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ৪ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের ১৮.৩০ ঘট্টায় রওনা দিয়ে ৭ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের ০৩.৪০ ঘট্টায় ভুসবল পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময় ট্রেনটি বিদিশা, মালিকপুর, বারাদুনি, কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ বগুইগাঁও হয়ে চলাচল করবে। এই ভারত গৌরব স্পেশাল ট্রেনটির লক্ষ্য হলো ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য উদ্‌যাপনের দ্বারা অন্বা অমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করা। এছাড়াও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে যাত্রীদের উন্নত সুবিধার জন্য নিচের বিবরণ অনুযায়ী কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি



সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৮ শিলচর-নাহরলাগুন এক্সপ্রেস ৬ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার করে শিলচর থেকে ১৩.১০ ঘট্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৮.৪০ ঘট্টায় নাহরলাগুন পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৫৬৩৭ নাহরলাগুন-শিলচর এক্সপ্রেস ৭ জানুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার করে নাহরলাগুন থেকে ১০.০০ ঘট্টায়

রওনা দিয়ে পরের দিন ০৫.২০ ঘট্টায় শিলচর পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময় ট্রেনটি নিউ হাফলং, লামডিং, ডিমাপুর, মরিয়নি, নিউ তিনালকুরা, খোমাজি, হারমুতি হয়ে চলাচল করবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৬২৮ আগরতলা-গুয়াহাটি স্পেশাল ২ জানুয়ারি থেকে ২৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে আগরতলা ৭ জানুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার করে নাহরলাগুন থেকে ১০.০০ ঘট্টায়

নং. ০৫৬২৭ গুয়াহাটি-আগরতলা স্পেশাল ৩ জানুয়ারি থেকে ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে গুয়াহাটি থেকে ১৩.১৫ ঘট্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৪.১০ ঘট্টায় আগরতলা পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময় ট্রেনটি আন্বাসা, নিউ করিমগঞ্জ, নিউ হাফলং, লামডিং ও চাপরমুখ হয়ে চলাচল করবে।

বিশেষ পরিষেবা চালু করা এবং পরিচালনা অনুকূল করার মাধ্যমে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাত্রীদের এই পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ করে আরামদায়ক ভ্রমণ উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। আরও তথ্য জানার জন্য যাত্রীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখতে পারেন অথবা নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে যোগাযোগ করতে পারেন। বিস্তারিত আপডেট ও তথ্যের জন্য রেলওয়ের উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম দেখার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ইউরোপে বন্ধ হয়ে গেল রাশিয়ার গ্যাস রপ্তানি

রাশিয়া থেকে ইউক্রেন হয়ে ইউরোপে যাওয়া সোভিয়েত যুগের পাইপলাইন দিয়ে রাশিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় আজ বুধবার নতুন বছর শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। গ্যাসের প্রবাহ চালু রাখতে চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে যুদ্ধরত রাশিয়া ও ইউক্রেন।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি গ্যাস পরিবহন চুক্তির মেয়াদ আজ বুধবার দিনের শুরুতে শেষ হয়। তবে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য জানাননি ইউরোপ। রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত্বাখালি কোম্পানি এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ইউক্রেন এসব চুক্তি নবায়ন করার বিষয়টি বারবার এবং স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করায় ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দেশটির ভূখণ্ড ব্যবহার করে গ্যাস সরবরাহের কৌশলগত ও আইনি সমস্মতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গাজপ্রম।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘মস্কোর স্থানীয় সময় সকাল আটটা থেকে ইউক্রেনের ভূখণ্ড দিয়ে ইউরোপে পরিবহনের জন্য রাশিয়ার কোনো গ্যাস সরবরাহ করা হয়নি।’ ইউক্রেনের জ্বালানিমন্ত্রী জার্মান গালুশ্চেকেরা বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ইউক্রেনের ভেতর দিয়ে রুশ গ্যাস পরিবহন বন্ধ করা হয়েছে। ইউক্রেন বর্তমানে রাশিয়া থেকে পরিবহন ফি বাবদ বছরে ৮০ কোটি ডলার লোকসান করছে। গাজপ্রম গ্যাস বিক্রিতে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার হারাতে পারে। ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনের ক্রিমিয়া অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার পর দুই দেশের মধ্যে এক দশক ধরে বিপর্যস্ত সম্পর্কের অবসান ঘটে। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ইউরোপে পরিবহনের জন্য রাশিয়ার প্রাচীনতম গ্যাস রুটটি।

২০১৪ সালের পর থেকে রাশিয়া থেকে গ্যাস কেনা বন্ধ করে দেয় ইউক্রেন। ইউক্রেনের জ্বালানিমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা রাশিয়ার গ্যাস পরিবহন বন্ধ করে দিয়েছি। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রাশিয়া তাদের বাজার হারাচ্ছে। তারা আর্থিক লোকসানে ভুগছে। ইউরোপ এইই মধ্যে রুশ গ্যাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করেছে।’ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সর্বশক্তি যুদ্ধ শুরু হয়।

নববর্ষ পালন করা নিয়ে মানুষের ওপর একটি সাদা রঙের ট্রাক নিয়ে হামলা

নাইটলাইফের জন্য খ্যাতি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিস শহরের বুর্বোন স্ট্রিটের। বুধবার নতুন খ্রিষ্টীয় বর্ষবরণের আনন্দোৎসবে মুখর মানুষ। এমন সময় ওই স্ট্রিটে ছুটে আসে একটি ট্রাক। সেটি তুলে দেওয়া হয় উৎসবরত মানুষের ওপর। এতে ঘটনাস্থলেই অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৩৫ জন।

এ ঘটনাকে ‘সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড’ হিসেবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই। তাদের দেওয়া তথ্যমতে, সন্দেহভাজন হামলাকারীও নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতেই নিউ অরলিস শহরে ‘দ্য সুগার বোল’ নামে পরিচিত বার্ষিক কলেজে ফুটবল খেলার আয়োজন চলছিল। এ বছর এই প্রতিযোগিতায়া ছিল ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া এবং ইউনিভার্সিটি অব নর্টর ডেম দল। এ উপলক্ষে সারা দেশ থেকে আগ্রহী ব্যক্তিত্বা ওই শহরে জড়ো হয়েছিলেন। তার মধ্যেই এই হামলার ঘটনা ঘটল।

পুলিশ বলেছে, হামলাকারী ট্রাকচালক যে হত্যাকাণ্ডে ঘটিয়েছেন, তা তিনি যেকোনো ভাবে করতে চেয়েছিলেন। তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের দিকে গুলিবর্ষণও করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রের মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি বড় বন্দুক উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। নববর্ষবরণের উৎসব কীভাবে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রূপ নিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঘটনার পরপর কেভিন গার্সিয়া নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ‘আমি দেখলাম, বুর্বোনে ফুটপাথের বাঁ দিকে সবার ওপর দিয়ে একটি ট্রাক উঠে যাচ্ছিল। একটি দেহ উড়ে আমার দিকে এল।’ তা ছাড়া



আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণের শব্দও শুনেছেন বলে জানান তিনি। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী ২২ বছর বয়সী হিট ডেভিস বলেন, তিনি যখন বুর্বোন স্ট্রিটের একটি নাইটক্লাব থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় এ ঘটনা ঘটে।

ডেভিস বলেন, ‘সবাই চিংকার ও আতর্নাদ শুরু করেন এবং পেছন দিকে দৌড়াতে থাকেন।

তখন আসলে আমরা কিছুক্ষণের জন্য আটকে পড়েছিলাম। তারপর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলেও তাঁরা (ক্লাবের কর্মী) আমাদের বের হতে দিচ্ছিলেন না। যখন তাঁরা আমাদের ক্লাব থেকে বের হতে দিলেন, তখন পুলিশ দেখিয়ে দিল, কোন জায়গা দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। পুলিশ আমাদের দ্রুত এলাকা ত্যাগ করতে বলল। আমি কয়েকটি মৃতদেহ দেখলাম, সেগুলো তখনো কাপড় দিয়ে ঢাকাও হয়নি। এ সময় বহু মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসা চাইছিলেন।’ পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনকে তাঁদের ফোন রেখে যত দ্রুত সম্ভব এলাকা ত্যাগ করতে বলেছিল বলেও জানান ডেভিস।

ইংরেজি নববর্ষে পর্যটকদের ঢল, জমজমাট বকখালি

দুরন্ত বার্তা, বকখালি, ১ জানুয়ারিঃ বছরের প্রথম দিনেই পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠল বকখালি পর্যটন কেন্দ্র। পিকনিক গ্রাউন্ড থেকে শুরু করে সমুদ্র সৈকত সর্বত্রই ছিল উৎসবের আমেজ। ইংরেজি নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে পর্যটকদের সমাগমে এক ভিন্ন মেজাজে রঙিন হয়ে উঠেছিল এই পর্যটন কেন্দ্র। নাচ, গান, খাওয়া-দাওয়া থেকে করে সমুদ্র স্রোনে মত্ত ছিলেন আগত পর্যটকরা। বছরের প্রথম দিনে এবার শীতের মরশুমের সর্বোচ্চ পর্যটক সমাগম বকখালিতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় বাবাসারীদের মতে, এই ভিড় তাঁদের জন্যও বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। এত বিপুল পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মেতোসরে করা হয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী।

বকখালির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশি নজরদারি চালানো হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে পর্যটকরাও সন্তুষ্ট। ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে এমন জমজমাট বকখালি দেখেই বোঝা যায়, পর্যটনের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রটি ক্রমেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছে।

উত্তর মহেশপুরে সেচের জল সম্প্রসারণ, কৃষকদের মধ্যে স্বস্তি

বঙ্গবাজার, ১ জানুয়ারিঃ ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটি কাঁচালিয়া রুকের উত্তর মহেশপুরের কৃষকদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে। বুধবার থেকে শুরু হয়েছে সেচের জল সম্প্রসারণের কাজ। যা এলাকার কৃষকদের মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এক স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। পাইপলাইনের মাধ্যমে জমিতে অবিরাম জল পড়তে শুরু করেছে। যা কৃষকদের চাষিাল মেটাতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উত্তর মহেশপুরের তিন হাট ওয়ার্ডের কৃষক চন্দন মজুমদার, তপন দে ও খোকন দে জানান, ‘দীর্ঘ অপেক্ষার পর আজ আমরা পাইপ লাইনের মাধ্যমে সেচের জল পাচ্ছি। এখন আর কোন চিন্তা নেই। বোরো ধানের হালি বসানোর কাজ শুরু করতে পারব। যা আগে করা সম্ভব হয়নি। জানা গিয়েছে, এই কৃষি অঞ্চলে প্রায় দুই শত কানি জমি রয়েছে এবং বর্তমানে সব কৃষকই তডিঘাডি বোরো ধানের হালি বসানোর কাজে ব্যস্ত। দীর্ঘ সময় ধরে জল সংকটে কৃষকরা ধান চাষে

পিছিয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু এখন সেই সংকট মিটে গেছে। তবে, এই জল সরবরাহের কাজ কিছুটা দেরিতে শুরু হয়েছে। এল আই দপ্তরের থেকে শুরু হয়েছে সেচের জল কাজ স্বগিত হয়ে যায়। প্রায় দেড় মাস আগে কাকরি নদীর পাশে এলআই প্রকল্পের যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে যায়। যার ফলে কাজ শুরু হতে দেরি হয়।

যদিও পুলিশ চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল, তবে এখন পর্যন্ত চোরের হাতি পাওয়া যায়নি। সূত্রের দাবি, দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার নিতাই বর্মণের সক্রিয় ভূমিকার কারণে অবশেষে সেচের জল সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। কৃষকরা এখন সেচের জলের সংকট থেকে মুক্ত হয়েছেন। এখন উত্তর মহেশপুরে কৃষকরা মাঠে নেমে বোরো ধানের হালি বসানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কৃষকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস এবং আনন্দের পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কারণ এই জল সরবরাহ তাদের কৃষি কার্যক্রমের গতি বাড়িয়ে দেবে।

১০ বছরের ব্যবধানে কমেছে মিয়ানমারের জনসংখ্যা

মিয়ানমারের জনসংখ্যা ১০ বছর আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে। দেশটি বলেছে, ২০২৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, জনসংখ্যা দাঁতিয়েছে ৫ কোটি ১৩ লাখে। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। মিয়ানমারজুড়ে চলমান অস্থিরতা ও সংঘাতের মধ্যে প্রতিফলিত নির্বাচনের প্রভাবিত অংশ হিসেবে এই আদমশুমারি চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে সামরিক জাভা সরকার। ২০২৪ সালের অক্টোবরে এই আদমশুমারি করা হয়। এ বছর মিয়ানমারে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। ব্যাপকভাবে এটির নিন্দা জানিয়েছেন জাত্তাবিরোধীরা। জাত্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া নববর্ষের ভাষণে বলেছেন, ‘আমি সফলভাবে একটি নিন্দা ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করছি, যা স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিলের মূল লক্ষ্য।’ মিয়ানমারে ২০২১ সালের শুরু থেকে অস্থিরতা চলছে।

Name Change
I, Khalek Molla S/o Kalu Molliya Residing at III, Uttar Kashiadanga, Bhangore, P.o - Protapnagar, P.s - Chandaneswar, District - Kolkata, Pin- 743330 West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Khalek Molla. I declare that Khalek Molla and Abdul Khalek Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 31-12-2024.

Name Change
I, Rishma S Chowdhury alias Rishma Sundaram Chowdhury (Old Name) W/o Sundaram Chowdhury and D/o- Tapan Kumar Ghosh Residing atAA-23 Prafulla Kanan West, Kestopur, North 24 Parganas, W.B- 700101India shall henceforth be known as Rishma Ghosh (New Name) as declared before the Learned Metropolitan Magistrate at Kolkata vide affidavit No 121 dated 03-06-2024.Rishma S. Chowdhury and Rishma Sundaram Chowdhury (Old Name) and Rishma Ghosh (New Name) all are same and oneidentical person.

Name Change
I, Md Parvez Ansari (old name) son of Abdul Rashid Ansari, residing at 6/1, Nil Madhab Sen Lane, P.O.- Chittaranjan Avenue, Kolkata- 700073, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Parvez Ansari (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 31/12/2024. Parvez Ansari (new name) and Md Parvez Ansari (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,PARAMJEET SINGH, RESIDING AT 103/D DEBENDRA CHANDRA DEY ROAD, TANGRA, KOLKATA - 700015,WEST BENGAL. DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER BEYANT SINGH ALSO KNOWN AS BHAIJI SINGH AND S. BAIJT SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/12/2024.THAT BEYANT SINGH & KNOWN AS BAIJT SINGH AND S. BAIJT SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PRARTHANA BEGAM,W/O MIZANUR RAHAMAN,R/O 2ND-FR, FL-2D,105A, LAL MOHAN BHATTERJEE ROAD,VTC & PO ENTALLY, KOLKATA-700014,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRARTHANA BIBI.VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/21/2024,THAT PRARTHANA BEGAM AND PRARTHANA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,SAJJAD ALAM (OLD NAME), S/O LATE MD MOHIUDDIN,RESIDING AT 73/8,TOPSIA ROAD,WARD NO. 66, PS-TILJALA, PIN-700039,WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAJJAD ALAM (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/12/2024.SAJJAD ALAM (OLD NAME) AND MD SAJJAD ALAM (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SHAIKH MONIRUDDIN ALI (OLD NAME), S/O LATE SK NADER ALI,RESIDING AT VILL-DURBACHATI,PO-BASHINAB CHAK, PS-KOLAGHAT,DIST-EAST MEDINIPUR PIN-721158,WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MANIRUDDIN ALI(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/12/2024.SHAIKH MONIRUDDIN ALI (OLD NAME) AND SK MANIRUDDIN ALI (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Brojen Biswas & Brajendranath Biswas (Old Name) S/O-Kunjibahiri Biswas residing at Vill-Chhitka, Po-Chhitka Daspara, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741163.I have change my new name to Brojendra Nath Biswas by notary public Berhampore court on 31/12/2024. My (New Name) Brojendra Nath Biswas & (Old Name) Brojen Biswas & Brajendranath Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Sabari Roy Pande (Old Name) W/O-Kaushik Roy Residing at 13 Swarnamoyee Road, Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal , Pin-742101.I have change my new name to Sabari Pande by notary public Berhampore court on 31/12/2024.My name Sabari Pande & Sabari Roy Pande both are same and one identical person.

Name Change
I, Banabani Dawa (Old Name) W/O-Subhasis Kumar Dawn residing at Ramsundar Munsli Lane, Khagra, Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742103.I have change my new name to Banabani Basu Neogi Dawn by notary public Berhampore court on 31/12/2024. My name Banabani Basu Neogi Dawn & Banabani Dawa both are same and one identical person.

আইসিসির ক্রমতালিকায় রেকর্ড পয়েন্টে শীর্ষে বুমরাহ

দুবাই, ১ জানুয়ারিঃ দল হারলেও নিজের দাপট দেখাচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চারটি টেস্টে ৩০টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। দুই দল মিলিয়ে সর্বাধিক উইকেটের মালিক তিনি। আইসিসির ক্রমতালিকায় আগেই এক নম্বরে উঠেছেন বুমরাহ। এ বার সেই জায়গা আরও পাকা করেছেন তিনি। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক রোটিং পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি। এত দিন বুমরাহের রোটিং পয়েন্ট ছিল ৯০৪। রবিচন্দ্রন অশ্বিনেরও সমান পয়েন্ট ছিল। কিন্তু বুধবার প্রকাশিত আইসিসির নতুন তালিকায় বুমরাহের পয়েন্ট হয়েছে ৯০৭। তার ফলে অশ্বিনকে টপকে



গিয়েছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয় বোলার টেস্টে এত রোটিং পয়েন্ট পাননি। ক্রিকেট ইতিহাসে বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক রোটিং পয়েন্টের মালিক সিডনি বার্নস। ৯৩২ রোটিং পয়েন্ট ছিল তাঁর। ৯৩১ রোটিং পয়েন্ট পেয়েছিলেন জর্জ লোম্যান। তবে প্রায় ১০০ বছর আগে তাঁর এই কীর্তি করেছিলেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইমরান খান ৯২২ ও শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন স্পিনার মুখািয়া মুরলিধরন ৯২০ পয়েন্ট পেয়েছিলেন। বুমরাহের উপরে রয়েছে তাঁরা। মেলবোর্নে দুই ইনিংস মিলিয়ে ন’টি উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। প্রথম ইনিংসে ৯৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন বুমরাহ। তিনি ৫৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছেন। টেস্টে ২০০ উইকেট নেওয়ার মাইলফলকও পার করেছেন তিনি। ৮৪৮৪ বলে ২০০টি টেস্ট উইকেট তুলে নিয়েছেন বুমরাহ। তাঁর থেকে কম বলে ২০০ উইকেট নিয়েছিলেন ওয়ারকার ইউনিস (৭৭২৫), জেলে স্টেন (৭৮৪৮) এবং কাগিসো রাবাদা (৮১৫৩)। ২০২৪ সালে ১৩ টেস্টে ৭১টি উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। তাঁর নাম লেখা হয়েছে মেলবোর্নের ‘অনার বোর্ডে’। আসলে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে আগুনে ফর্মে বুমরাহ। সিরিজের চার টেস্টে ৩০ উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি। প্রথম টেস্টে অজিদের কার্যত বুমরাহর একার কাছেই হারতে হয়েছে। এই আগুন ফর্মেরই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সিডনি টেস্টে অবশ্য বুমরাহর কাছে আরও এক রেকর্ড ভাঙার হাতছানি রয়েছে। সিডনিতে তিনটি উইকেট পেলেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ইতিহাসে এক সিরিজ সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক হয়ে যাবেন তিনি। টপকে যাবেন হরভজন সিংকে। ২০০০-০১ বর্ডার গাভাসকার ট্রফিতে দেশের মাটিতে হরভজন এক সিরিজেরই পেরেছিলেন ৩২ উইকেট। চলতি সিরিজের চার ম্যাচে বুমরাহ পেয়েছেন ৩০ উইকেট। অর্থাৎ শেষ টেস্টে মাত্র ৩ উইকেট পেলেই তিনি টপকে যাবেন হরভজনকে।

দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং, রানের খরা! সিডনিতে ঋষভকে বাদ দিচ্ছেন রোহিত?

সিডনি, ১ জানুয়ারিঃ চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচটি আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে সিডনিতে খেলা হবে। মেলবোর্নে টেস্ট ম্যাচে লঙ্কার হারের পর টিম ইন্ডিয়া এই সিরিজে ইতিমধ্যে পিছিয়ে পড়েছে। আশা করা হচ্ছে, সিডনি টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। সূত্রের খবর, আগামী টেস্ট ম্যাচে নাও খেলতে পারেন টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। এই সিরিজে ঋষভ পন্থ খুব একটা ভাল পারফরম্যান্স করতে পারেননি। বেশ কয়েকটি জায়গায় তো পন্থের থেকে টিম ইন্ডিয়ার অনেক বেশি প্রত্যাশা ছিল। শেষ কয়েকটি খারাপ শট খেলে তিনি আউট হয়ে যান। টিম ইন্ডিয়ার সমর্থকরাও যারপরনাই হতাশ হয়ে পড়েন। মেলবোর্ন টেস্টেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ট্রান্সি হেডের বলে তিনি আউট হয়ে যান।

সিরিজ শেষেই বোর্ডের প্রশ্নের মুখে পড়ার সম্ভাবনা গম্ভীর-রোহিতের, অশ্বিনের অবসর প্রসঙ্গও উঠবে

মুম্বই, ১ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের মাঝেই অবসর নিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি কি বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং কোচ গৌতম গম্ভীরকে প্রশ্ন করতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ঘরের মাঠে নিউ ইন্ডিয়াবির বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল ভারতকে। এ বার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাডিলেড এবং মেলবোর্নে



টেস্টে ঋষভকে ড্রপ করা হতে পারে। এই সিরিজে ঋষভ পন্থ ব্যাট হাতে এখনও পর্যন্ত নজর কাড়তে পারেননি। চার ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে মাত্র ১৫৪ রান বেরিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে তাঁর ব্যাটিং গড় ছিল ২২। এখনও পর্যন্ত তিনি

এমনকী, ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মাও পন্থের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন শট নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। এই ঘটনার পরই আশঙ্কা করা হচ্ছে, সিডনি একটাও হাফসেঞ্চুরি হাঁকতে পারেননি। এই পরিস্থিতিতে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সিডনি টেস্টের প্রথম একাদশে তাকে নাও দেখতে পাওয়া যেতে পারে। যদিও এই ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির জন্য টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে ধ্রুব জুরেলকে রাখা হয়েছে। যদিও তিনি এখনও পর্যন্ত একটাই ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। পার্থ টেস্টে তাকে খেলতে দেখা গিয়েছিল। তবে এই ম্যাচের দুই ইনিংসে ধ্রুব যথাক্রমে ১১ এবং ১১ রান করেছিলেন। যদিও অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে তিনি যথেষ্ট ভাল পারফরম্যান্স করেন। সেখানে তিনি ৮০ এবং ৬৮ রানের ধামাকাধার ইনিংস খেলেছিলেন। যদি সিডনি টেস্ট ম্যাচে ঋষভ পন্থকে ড্রপ করা হয়, তাহলে ধ্রুব জুরেলকে প্লেয়িং ইলেভেনে সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

অধিনায়ক হিসাবে নিজেই প্রমাণ করছেন। তিনি প্রথম টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ম্যাচ জিতেছে ভারত। বোলার হিসাবেও তিনি দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সামনে থেকে। মেলবোর্নে শুভমন গিলকে বাদ পড়তে হয় রোহিতের জন্য। তিনি ওপেন করতে নানেন। যে কারণে তিন নম্বরে খেলানো হয় লোকেশ রাহুলকে। তাই বাদ পড়েন শুভমন। এটা অনেকের পক্ষেই মেনে নেওয়া



হেরে যায় তারা। এই হারের জন্য প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে রোহিত এবং গম্ভীরকে। সিরিজ শেষ হলে বোর্ডের কর্তারা তাঁদের ডেকে প্রশ্ন করতে পারে। সেই সঙ্গে যোগ হতে পারে অশ্বিনের অবসরের প্রশ্নও। রোহিত অবসর নিতে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে। ওপেনার হিসাবে রান পাচ্ছেন না তিনি। রোহিতকে ব্যাটার হিসাবে দলে জায়গা দেওয়া কঠিন হচ্ছে। অন্য দিকে, জসপ্রীত বুমরাহ

কঠিন হয়। ভারতের প্রথম ইনিংসের পর মার্ক গফ বলেছিলেন, ‘আমি যদি নির্বাচক হতাম, তা হলে রোহিতকে বলতাম, দ্বিতীয় ইনিংসে রান না পেলে তেমনাকে আর খেলতে হবে না। তুমি খুব ভাল ক্রিকেটার কিন্তু সিডনিতে জসপ্রীত বুমরাহ নেতৃত্ব দেবে।’ রোহিত ২০২৪ সালে ১৪টি টেস্ট খেলেছেন। ২৬টি ইনিংস খেলে করেছেন ৬১৯ রান। তাঁর গড়

২৪.৭৬। শতরান করেছেন দু’টি। অর্ধশতরান দু’টি। সেখানে শুভমন ২০২৪ সালে ১২টি টেস্ট খেলেছেন। ২২টি ইনিংস করেছেন ৮৬৬ রান। তাঁর গড় ৪৩.৬০। শতরান করেছেন তিনটি। অর্ধশতরানও তিনটি। অর্থাৎ, এই বছর রোহিতের থেকে শুভমন সব দিক থেকেই ভাল ফল করেছেন। তার পরেও রোহিতকে ভাল জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে তখন ব্যাটারকে। অন্য দিকে, গম্ভীর কোচ হওয়ার পর থেকেই ভারতীয় দলের খারাপ ফর্ম শুরু হয়েছে। এক দিনের ক্রিকেটে হারতে হয়েছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারত। পর পর দু’বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা দল এই বছর ছিটকে যাওয়ার মুখে। গত ১০ বছর ধরে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ধরে রাখা ভারত এই বছর সেই ট্রফিও হারতে পারে। প্রশ্ন উঠছে গম্ভীরের দল এবং প্রথম একাদশ বেছে নেওয়া নিয়েও। তিনি কোচ হওয়ার পর পর অবসর নিয়ে নিলেন অশ্বিন। যদিও অভিজ্ঞ স্পিনারের অবসরে গম্ভীর দায়ী এমনটা শোনা যাচ্ছে না। বরং তাঁর সঙ্গে অশ্বিনের সম্পর্ক ভাল বলেই শোনা গিয়েছে। তবুও গম্ভীর এবং রোহিতকে বোর্ডের প্রশ্নের মুখে পড়তেই হবে। যদি না সিডনি টেস্ট জিতে কোনও ভাবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার রাস্তা খুলে ফেলতে পারে ভারত।

ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জল্পনা, বর্ষবরণের রাতে অবসর নিলেন হিটম্যান? সিডনি টেস্টে ভারতের নতুন অধিনায়ক!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২৫ (২০২৫) সালের প্রথম দিন, নতুন একটি বছরের সূচনা। ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এক বছরের অধ্যায় শেষ হয়েছে, আরেকটি শুরু হয়েছে। তবে ২০২৪ (২০২৪) সাল ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার কাছে খুবই মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল একদিকে যেমন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে, তেমনি অন্যদিকে টেস্ট ক্রিকেটে বেশ কিছু হতাশাজনক ফলাফলও তার সাথে ছিল। তবে, সব মিলিয়ে ২০২৪ সালকে রোহিত শর্মা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা নজর কেড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বর্ষবরণের রাতে ইনস্টাগ্রামে তিনি এমন একটি পোস্ট করেছেন, যা নিয়ে এখন তোলপাড় চলছে নেটপাড়া। রোহিত শর্মার ২০২৪ সালটা ছিল অত্যন্ত ঘটনাবল্য। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় এবং টেস্ট সিরিজে খারাপ পারফরম্যান্স, দু’টি ভিন্ন মেকুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। ৬। ডিসেম্বর রাতে রোহিত শর্মা ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন, যেখানে তিনি ২০২৪ সালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন, কেরিয়াবের উত্থান-পতন, মধুর

স্মৃতি আর কঠিন পরিস্থিতি তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এই পোস্টে রোহিত একটি হার্ট ইমোজি দিয়েছিলেন, যা তাঁর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্টটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। এই পোস্টের পর থেকেই নানা



রকমের জল্পনা শুরু হয়ে যায়। অনেকেই মন্তব্য করতে শুরু করেন, এবং রোহিতের অবসর নিয়ে নানা মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ের সম্ভাবনাও উত্থাপন করেন। যদিও রোহিত নিজে কিছুই নিশ্চিত করেননি, তবে তাঁর পোস্ট নিয়ে নানা রকমের আলোচনা তুঙ্গে চলে গেছে। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে এক ঐতিহাসিক জয় অর্জন করেছে।

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ভারত। এই জয়ে রোহিত শর্মার নেতৃত্বের প্রশংসা সারা দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে উঠে আসে। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল এক



শক্তিশালী, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করেছিল, যা বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার সফলতা এনে দেয়। ফাইনালে রোহিত নিজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁর ব্যাটিং এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্ব দিয়েছেন দলকে। তবে, রোহিত শর্মার জন্য ২০২৪ সাল একদিকে যেমন আনন্দদায়ক ছিল, তেমনি দুঃখজনকও ছিল। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের পারফরম্যান্স প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। ভারতের মাটিতে কিছু সিরিজ জিতলেও, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের

টেস্ট দল ০-৩ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়ে যায়। এটি ভারতের জন্য একটি বড় ধাক্কা, কারণ ১২ বছর পর এমন কিছু ঘটেছিল যে, দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজ হারতে হয়েছে। রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বেও সেখানকার ব্যর্থতা দলের জন্য একটি বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, রোহিত শর্মার ব্যাটিংয়ের ম্যাগেও কিছুটা খরা দেখা গিয়েছে। তিনি ২০২৪ সালে ১৪ টেস্ট ম্যাচে মাত্র ৬১৯ রান করেছেন, যা একজন ব্যাটারের জন্য খুবই কম। এই পারফরম্যান্স টিম ইন্ডিয়ার জন্য উদ্বেগজনক ছিল, এবং রোহিত নিজেও জানতেন যে, কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। ২০২৪ সালের শেষে, রোহিত শর্মা যেভাবে ২০২৪ সালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তা যেন একটি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া। তিনি একদিকে যেমন তাঁর অর্জনগুলিকে সম্মান জানিয়েছেন, তেমনি পরবর্তী পরিকল্পনাতেও মনোযোগী হয়েছেন। ২০২৫ সাল হয়ত তাঁর জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন, যত বাধাই আসুক, তিনি ও তাঁর দল নতুনভাবে উত্থান ঘটাতে প্রস্তুত। ২০২৫ সালেও তাঁর নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া আরও নতুন কিছু সিরিজ জিতলেও, এমন আশা ক্রিকেটপ্রেমীদের।

পাননি পছন্দের ক্রিকেটার, বর্ডার- গাভাসকার ট্রফিতে ধাক্কা খেয়ে গুরু গম্ভীরের নিশানায় নির্বাচন কমিটি!



সিডনি, ১ জানুয়ারিঃ মেলবোর্নে টেস্টের পর ভারতের ড্রেসিংরুমের পরিশেষ বদলে গিয়েছে। বর্ডার গাভাসকার ট্রফিতে ভারতের টপ অর্ডার ব্যর্থ হওয়ার পর বেগে লাল হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। সিরিজের আর একটি ম্যাচ বাকি। এই পরিস্থিতিতে জানা গিয়েছে, এ বারের বর্ডার গাভাসকার ট্রফির জন্য ভারতের সিনিয়র তারকা ক্রিকেটার চেতেশ্বর পূজারাকে চেয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। কিন্তু তাঁর দাবি মেনে

নেহনি নির্বাচন কমিটি। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, মেলবোর্ন টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার হারার পর মেজাজ হারিয়েছেন ভারতের হেড কোচ। স্পোর্টসমেনের কড়া বার্তাও দিয়েছেন গৌতি। এরই মাঝে জানা গিয়েছে তাঁর দেশে এ বারের বর্ডার গাভাসকার ট্রফির জন্য ভারতীয় স্কোয়াডে চেতেশ্বর পূজারাকে চেয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। কিন্তু নির্বাচকরা এ বিষয়ে সবুজ সংকেত দেননি। পছন্দের ক্রিকেটার না পাওয়ায় গৌতম বেগে গিয়েছেন। চেতেশ্বর পূজারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্লেয়ার। বর্ডার গাভাসকার ট্রফিতে তাঁর অতীতের পারফরম্যান্সও ভালো। তাই গম্ভীর এ বারও তাকে চেয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, নির্বাচকরা তাঁর সিদ্ধান্তকে আমল দেননি। ১০০টিরও বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলা পূজারা দেশের হয়ে শেষ বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলেছিলেন। যেখানে ভারতের টপ অর্ডার এ বারের অস্ট্রেলিয়া সফরে চূড়ান্ত ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে, সেখানে পূজারা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৪৭.২৮ গড়ে ১১টি ম্যাচে ৯৯৩ রান করেছেন। তাই পার্থ টেস্টে ভারত জেতার পরও পূজারাকে টিমে চেয়েছিলেন গম্ভীর। কিন্তু তাঁর দাবি মানেনি অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটি।

নতুন বছরেই দুঃসংবাদ, মারা গেলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জানুয়ারিঃ বছরের শুরুতেই দুঃসংবাদ পেলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। লাল-হলুদ ব্রিগেডের প্রাক্তন অধিনায়ক অলোক সাহা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের ডিফেন্স অন্যতম বড় ভরসা ছিলেন তিনি। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুটবল খেলার পাশাপাশি সিইএসসি-তে চাকরি করতেন অলোক সাহা। তবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর থেকেই তিনি নার্ভের সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন। গত তিন বছর তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। বুধবার ভোররাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পরিবারে রেখে গেলেন স্ত্রী এবং ছেলেকে। লাল-হলুদের এই প্রাক্তন অধিনায়কের স্মরণে বুধবারে



ক্লাবের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের অন্যতম ভরসা ছিলেন অলোক সাহা। ১৯৮৩ সালে ইস্টবেঙ্গলকে আইএফএ শিল্ড এবং ডিসিএম টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে তাঁর বড় অবদান ছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে শিল্ড এবং সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপে তিনি যে পারফরম্যান্স করেছিলেন, সেটা আজও লাল-হলুদ সমর্থকদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। পাশাপাশি ১৯৮৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কোকাকোলা কাপে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। এছাড়া তিনি লাল-হলুদ জার্সিতে ফেডারেশন কাপ, দার্কিলিং গোল্ড কাপ, স্টারফোর্ড টুর্নামেন্ট, কলকাতা লিগ, এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপ। ১৯৮৭ সালে তাকে মশালবাহিনীর অধিনায়কও করা হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি তিনি বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফিও খেলেছেন।

সঞ্জয় সেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শক্তিশালী কোরালকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলেছে বাংলা দল। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি বারের ফুটবলপ্রেমী জনতা। এদিন দলের হয়ে একটি মাত্র গোল করে যান রবি হাঁসপা। বলতে গেলে তাঁর হাত ধরেই প্রায় বছর সাতকের অপেক্ষার পর এই ঐতিহ্যবাহী ট্রফি ঘরে তুলল সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। পূর্বে গত ২০১৮ এবং ২০২২ সালে ও সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে এই কোরাল দলের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলার ছেলেরা। কিন্তু সেই দুইটি মরসুমে অসাধারণ পারফরম্যান্স করে ও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। যারফলে এবার কার্যত বদলার লড়াই ছিল চারু সিরিজের কাছে। অন্যদিকে বাংলা বধের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষ দলের। সেজন্য এই ফাইনাল ম্যাচের প্রথম থেকেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সাক্ষী ছিল সকলকে। প্রথমার্ধ জুড়ে কোরাল দল একের পর এক



গোলের সুযোগ তৈরি করলেও সেটা কাজে লাগাতে পারেনি। যারফলে গোলশূন্য ভাবেই শেষ হয় প্রথমার্ধ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই নিজেদের দুরন্ত ছন্দে ধরা দেয় সেখা সুফিয়ানরা। ম্যাচের বয়স এগাণোয়ার সাথে সাথেই মাঝমাঠের দখল নিতে শুরু করে বাংলা দল। তবুও গোলের মুখ খুলতে যথেষ্ট

বেগ পেতে হয় ফুটবলারদের। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় গোল করে দলকে চূড়ান্ত সাফল্য এনে দেন রবি হাঁসপা। বন্ধীয় ফুটবল দলের এই অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়েই এবার মুখ খুললেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। তিনি বলেন, ‘বাংলা চ্যাম্পিয়ন হল যেন মনে হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হল। ইস্টবেঙ্গল

ক্লাব যেমন আমাদের হৃদয়ে ঠিক তেমনভাৱেই বাংলা দল ও আমাদের হৃদয়ে রয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলা দল সাফল্য পাওয়ার চেষ্টা করেছে তবে এদিন যথেষ্ট পরিকল্পনা মাফিক ফুটবল খেলেছে। তাছাড়া সকলেই যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। দীর্ঘদিন ধরে খেলোয়াড় স্কাউটিং করেছে। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এবং এই সমস্ত কিছুর নায়ক সঞ্জয় সেন।’ পাশাপাশি এই বাঙালি কোচের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, ‘সঞ্জয় সেনের উপর আমার বরাবর বিশ্বাস। সে খুব ভালো কোচ। ভালো ম্যান ম্যানেজমেন্ট করে। টেকনিক্যালি যথেষ্ট আক্সিড। পক্ষপাতিত্ব মনোভাব নেই। তাঁর জন্য আমার বিশ্বাস ছিল। এই জন্যই আমি বারবার বলছিলাম প্রথম থেকেই বাংলা ভালো খেলবে। সেইসাথে রয়েছে চ্যাম্পিয়নশিপের লাক। এর মধ্যে দিয়েই বাংলা সাফল্য পেয়েছে। আজকে সেটাই প্রমাণ হল। বাংলার ফুটবল দলের সকলকেই আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।’